

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর**

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

প্রকাশনায়

প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**

উপদেষ্টা

সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম

সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

তত্বাবধান

১। জনাব বাসুদেব গাঙ্গুলী

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

২। জনাব মো: আনোয়ার হোসেন

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

সংকলন ও সম্পাদনা

ফাতেমা রহিম ভীনা

উপসচিব, প্রশাসন-৪

প্রকাশ কাল

১৫ নভেম্বর ২০১৫

কম্পিউটার সহায়তা

কম্পিউটার সেল ও

মো: মাকসুদুর রহমান

অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার অপারেটর।

সূচিপত্র

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **বিষয়** | **পৃষ্ঠা নং** |
| ১. | ভূমিকা ……………………………………………… | ৫-১০ |
| ২. | প্রশাসন অনুবিভাগ………………………………………... | ১১-২৬ |
| ৩. | শৃঙ্খলা ও নার্সিং অনুবিভাগ………………………………….. | ২৭-৩০ |
| ৪. | পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ………………………….... | ৩১-৩২ |
| ৫. | জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ………………………………. | ৩৩-৩৮ |
| ৬. | আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ ……………………….. | ৩৯-৪৭ |
| ৭. | হাসপাতাল অনুবিভাগ……………………………………... | ৪৮-৫১ |
| ৮. | উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ ………………………… | ৫২-৫৮ |
| ৯. | পরিকল্পনা অনুবিভাগ……………………………………… | ৫৯-৬০ |
| ১০.  ১১. | স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট……………………………………...  মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের চিত্র…………………………. | ৬১-৬২  ৬৪- ৭০ |

**স্বাস্থ্য ও পারিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**

**ভূমিকাঃ**

মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে স্বাস্থ্য সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলন, শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন- এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার সাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ ঊন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন সেক্টর প্রোগ্রাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত স্বাস্থ্য খাত। বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে এ খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিস্তার, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭-এ আনয়ন, অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন এ ও ফলিক এসিড বিতরণ - এ সবই বাংলাদেশের স্বাস্হ্য ব্যবস্থাপনার সফলতার চিত্র। দেশে ব্যয়সাশ্রয়ী, আধুনিক, কার্যকর এবং টেকসই মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসক ও চিকিৎসা অবকাঠামোর পাশাপাশি যুগপৎ নিরাপদ ঔষধ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে। মানুষের দৌরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া আজ আর রুপকথার গল্প নয়। কমিউনিটি ক্লিনিক তৃণমূল পর্যায়ে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসাবে চমৎকার কাজ করে চলেছে।

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আর্ন্তজাতিক মানের তুলনায় এখনো যথাযথ Skill mix- এর অভাব রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্য সেবা কর্মীর ব্যবস্থাপনা, দুর্গম এলাকায় পদায়ন ও উপস্থিতির সমস্যা এবং কেন্দ্রিভূত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি রয়েছে স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সেবাদান, ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের মত বহুবিধ চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নতুন রোগের আবির্ভাব, নগরমুখীনতার ফলে শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত: বস্তিবাসীর মধ্যে নিরাপদ পানির অভাব, নিম্নমানের পয়:নিষ্কাশন ও অপুষ্টির ফলে সৃষ্ট রোগ/ব্যাধি ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। নাগরিক কেন্দ্রিক সেবা ব্যবস্থাপনায় এখনো রয়ে গেছে সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহিতার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অভাব। এ সব বিপ্রতীপ ও প্রতিকূল সীমাবদ্ধতা সত্বেও স্বাস্হ্যখাতে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে চলমান রয়েছে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্হাপনার মানোন্নয়ন সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিয়েছে দেশের স্বাস্হ্য-সেবার চিত্র। দেশে ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে টেকসই, আধুনিক, স্হিতিশীল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্হ্য ব্যবস্হাপনা।

সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশু মৃতুহার হ্রাসকরণে ২০১০ সালে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের জন্য ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ‘সাউথ সাউথ’ এওয়ার্ড পুরষ্কার পেয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এছাড়া নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ পেয়েছে দুবার GAVI পুরষ্কারের মত বিরল সম্মান। বাংলাদেশ সরকারের নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজমের জাতীয় উপদেষ্টা কামটির সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের এবং আঞ্চলিক সম্মেলনে বাংলাদেশে অটিজম স্পেকট্রাম মোকাবেলায় অসামান্য অবদানের জন্য এবং বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ‘এক্সিলেন্সি ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড’ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশনঃ**

ভিশন (**Vision**): সুস্থ জাতি সমৃদ্ধ দেশ।

মিশন (**Mission**): স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়োনর মাধ্যমে সবার জন্য গণগত স্বাস্থ্য সেবা ও পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা।

**কর্মপরিধিঃ**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business,1996 এর Allocation of Business among the Different Ministries & Divisions (Schedule-1) অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ

২. মেডিকেল, নার্সিং, ডেন্টাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, প্যারা-মেডিকেল এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পরিচালনা

৩. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মাননির্ধারণ

৪. ঔষধ আমদানি এবং রফতানিতে মান নির্ধারণ

৫. ঔষধ নিয়ন্ত্রণ

৬. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

৭. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত

৮. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/ আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন/সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত , যেমন- টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মাসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দান।

৯. নিন্মোক্ত বিষয়াদি

ক) জনস্বাস্থ্য

খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ

ঘ) মহামারী, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ

ঙ) স্বাস্থ্য বীমা

চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

ছ) ধূমপান প্রতিরোধ

জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টি সংক্রান্ত রোগ

ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি

১০. নিন্মোক্ত বিষয়াদি

ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও রেগুলেশন

খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় সংক্রান্ত

গ) মানসিক ব্যাধি

১১. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ

১২. নদী বন্দর এবং বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান

১৩. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

১৪. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি

১৫. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

১৬. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা

১৭. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা

১৮. হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ

১৯. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ

২০. সহায়ক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পুনর্বাসন

২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি

২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারিদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র

ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারি

খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারি এবং

গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন

২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts

২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

**সাংগঠনিক কাঠামোঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী আছেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ০৮ (আট) টি সংস্থার কর্মকাণ্ড নিষ্পন্ন করে থাকেন। এছাড়া সচিব প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)

ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)

সেবা পরিদপ্তর

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর



বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার কমিউনিটি ক্লিনিক। পাঁচ স্তর বিশিষ্ট এই পিরামিড কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC)। উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে ৪৮৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। তুলনামূলক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে জেলা পর্যায়ে আছে ৬৩টি জেলা হাসপাতাল। এখানে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ৩৮টি। বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের চেস্টা করা হয়।

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সামগ্রিক জনবলঃ**

**\*জুন, ২০১৫ সালের তথ্য।**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্য পদ |
| (ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৩৭৩ | ২৮২ | ৯১ |
| (খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ৯৯৯৮৫ | ৮২৭৬৯ | ১৭২১৬ |
| (গ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর | ৫২২৪৮ | ৪৬৬৪৫ | ৫৬২৩ |
| (ঘ) জাতীয় জনসংখ্যা ও গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) | ৮৪০ | ৬০৯ | ২৩১ |
| (ঙ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর | ৩৭০ | ২৩০ | ১৪০ |
| (চ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) | ৪৯১ | ৩৮২ | ১০৯ |
| (ছ) সেবা পরিদপ্তর | ২৩০৯১ | ১৮৬৯০ | ৪৪০১ |
| (জ) ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি) | ৯৫ | ৬৮ | ২৭ |
| (ঝ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) | ৭৫ | ৬০ | ১৫ |
| (ঞ) স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট | ২৯ | ২৫ | ০৪ |

**স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সূচকের অবস্থান (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| জন্মহার (প্রতি হাজারে) | মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) | জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা) | নবজাতাক (Infant )  মৃত্যুর হার  (প্রতি হাজারে) | ৫(পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) | মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) | পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি) | গড় আয়ু (বছর) | | |
| মোট | পুরুষ | মহিলা |
| ২২.২০  (BDHS-2014) | ৫.৩০  (SVRS-2012) | ১.৩৭  (SVRS-2011) | ৩৮  (BDHS-2014)  ৩৩  (SVRS-2012) | ৪৬.০০  (BDHS-2014)  ৪২  (SVRS-2012) | ১.৭০  (HMTRR-2014) | ৭৮.৬  (BDHS-2014) | ৭০.০৫  (SVRS-2012) | ৭০.৭০  (SVRS-2012) | ৬৯.৪০  (SVRS-2012) |

**Source :** BDHS-Bangladesh Demographic Health Survey 2014

HMTRR-Health Mid-Term Review Report 2014

SVRS-Sample Vital Registrat on System, 2012

**স্বাস্থ্য খাতে জনবলঃ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্র: নং** | **জনবল** | **মোট সংখ্যা** |
| ০১ | নিবন্ধনকৃত মোট স্নাতক ডাক্তার | ৭৫,৫১৪ |
| ০২ | দেশে অবস্থানরত মোট ডাক্তার | ৬১,৯২১ |
| ০৩ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ডাক্তার | ২৫,২০৭ |
| ০৪ | অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ডাক্তার | ১,৮৫৮ |
| ০৫ | বেসরকারি খাতে ডাক্তার | ৩৪,৮৫৬ |
| ০৬ | নিবন্ধনকৃত ডেন্টাল সার্জন | ৬,৩৬০ |
| ০৭ | নিবন্ধনকৃত নার্সের সংখ্যা | ৩৮,৪৫২ |
| ০৮ | মেডিকেল টেকনোলজিস্ট |  |
| ক. ল্যাবরেটরি | ১,৪৯৮ |
| খ. রেডিওলজি এবং ইমেজিং | ৬২৯ |
| গ. রেডিওথেরাপি | ৪১ |
| ঘ. ফিজিওথেরাপি | ১৪৪ |
| ঙ. ডেন্টাল | ৫০১ |
| চ. স্যানেটারি ইন্সপেক্টর | ৪৩৬ |
| ০৯ | নিবন্ধনকৃত ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট | ১১,০০০ |
| ১০ | উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) | ৭,৩৩০ |
| ১১ | স্বাস্থ্য সহকারী | ১৭,৫৩২ |
| ১২ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ১,২৪৫ |
| ১৩ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ৩,৮০৩ |
| ১৪ | উপজেলা পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা | ৩৬৬ |
| ১৫ | সহকারী উপজেলা পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা | ৩৩০ |
| ১৬ | পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা | ৪,৮৯৮ |
| ১৭ | পরিবার পরিকল্পনা ইন্সপেক্টর | ৩,৭৫২ |
| ১৮ | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২১,০৮৩ |
| ১৯ | কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার | ১৩,১৪১ |

\*সূত্র: HR Data sheet-2014

**1. প্রশাসন অনুবিভাগঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৮ (আট) টি অনুবিভাগের মধ্যে প্রশাসন অনুবিভাগ অন্যতম। এ অনুবিভাগের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)। মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্মসচিব (পার) এর নিয়ন্ত্রণে যথাক্রমে পরিচালিত হয় প্রশাসন ও পার অধিশাখা। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এঁর অধীনে রয়েছে প্রশাসন-১ অধিশাখা, প্রশাসন-২ শাখা, প্রশাসন-৩ অধিশাখা এবং প্রশাসন-৪ অধিশাখা। এছাড়া হিসাব শাখা, কম্পিউটার সেল ও লাইব্রেরি প্রশাসন অধিশাখার আওতাধীন। এখানে উল্লেখ্য, প্রশাসন-৩ অধিশাখার নিয়ন্ত্রণে কাউন্সিল শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্ধে মন্ত্রণালয়ের আদেশ বলে পূর্বের প্রশাসন-৫ অধিশাখা প্রশাসন-৩ ও প্রশাসন-৪ অধিশাখায় পুনর্বিন্যাস করা হয়। যুগ্মসচিব (পার) এঁর তত্বাবধানে পার-১ অধিশাখা, পার-২ অধিশাখা, পার-৩ অধিশাখা এবং পার-৪ শাখা এবং পার-৫ অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া প্রশাসন অনুবিভাগের আওতায় একটি পৃথক ইউনিট মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**কর্মপরিধিঃ**

* মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ।
* মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন ও শৃঙ্খলাসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা।
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, সংশোধন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চাকুরি ব্যবস্থাপনা।
* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি।
* জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।
* জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।
* স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ।
* সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্টানে সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটর, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহপূর্বক নীতি প্রণয়নে সহায়তা দান।
* মন্ত্রিসভা বৈঠক, জেলা প্রশাসক সম্মেলনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।
* মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছকে মাসিক প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং মহান সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য প্রাতিবেদন প্রণয়ন।
* স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং উদআভাবন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
* মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সভা *অনুষ্ঠান।*
* মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসমূহের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন।
* স্বাস্থ্য সার্ভিসের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, উচ্চ শিক্ষাকোর্সে শিক্ষা ছুটি ও প্রেষণ মঞ্জুরসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।
* ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি) এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) এর প্রশাসন।
* এইচইডি (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)’র সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি।
* স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
* স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সেবাদান পরিকল্পনা (Service Plan) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতি, কৌশল, নির্দেশনা (Guideline), বিধি-প্রবিধান (Rules & Regulations) ও দক্ষতার প্রকরণ (Skill Mix) পর্যালোচনা, প্রণয়ন ও সংশোধন।
* মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Performance Management কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
* মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি।

**প্রশাসন-১ অধিশাখাঃ**

মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়নসহ সকল প্রশাসিনক কার্যাদি, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ সকল ধরনের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন. পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি, বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন ও সামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদসৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, শৃংখলা, অনিয়মিত নিয়োগ ও অভিযোগসহ রেফার্ড কেইসসমূহ এবং মামলার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ, প্রেষণ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, লিয়েন ও বহিঃবাংলাদেশ ছুটি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট যাচাইপূর্বক তাদের চাকুরিতে পুনঃবহাল সংক্রান্ত কার্যাবলি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

**২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* এ মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ৫ (পাঁচ)জন অফিস সহায়ককে ১২/০৪/২০১৫ তারিখে ৩য় শ্রেণির অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রশাসন-১ অধিশাখা হতে মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের জন্য সৃজনকৃত বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১৮টি নতুন পদের মধ্যে ৩০/১১/২০১৪ তারিখে সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর এর ১টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
* জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রমিত পদবিন্যাস অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ গঠনের জন্য ২৩টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে শর্ত অনুযায়ী অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ হতে পদ সৃজনে সম্মতি গ্রহণ এবং বেতন স্কেল বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিং করা হয়। মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগের ২৩টি পদ কেন্দ্রীয়ভাবে সৃজনের আদেশ জারির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ২৪/০৬/২০১৫ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
* জনপ্রশান মন্ত্রণালয়ের প্রমিত পদবিন্যাস অনুযায়ী আইন সেল গঠনের জন্য ১১টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে শর্ত অনুযায়ী অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ হতে সম্মতি গ্রহণ এবং বেতন স্কেল বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিং করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে সৃজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের আইন সেলের জন্য ১১টি পদ কেন্দ্রীয়ভাবে সৃজনের আদেশ জারির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ১৯/০৪/২০১৫ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
* মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় এ ইউনিটের জন্য ৪৬টি জনবলের পদ নির্ধারণের নিমিত্ত ২৪/০৮/২০১৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
* ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২১৯৭টি পদের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

**ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ**

* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের তথ্য এবং যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম ই- ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম এর আওতায় সম্পাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।
* বর্তমান সরকারের ডিজিটাল রুপরেখা বাস্তবায়নকল্পে অত্র শাখার ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালুকরণ এর পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
* মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ এবং আইন সেলকে পূর্ণাংগভাবে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে ।

**প্রশাসন-২ শাখাঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসস্থান বরাদ্দসহ কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যক্রম, কর্মপরিবেশ সংরক্ষণ, স্টেশনারী দ্রব্য ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ, প্রটোকল ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা, সভা/অনুষ্ঠান আপ্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট (R&I) তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রশাসন-২ শাখার কর্মবন্টনকৃত বিষয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিও এ শাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কোটাভূক্ত এ বি সি শ্রেণি বাসাসমূহের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নামে বরাদ্দকৃত বাসার হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
* বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় যক্ষ্ণা নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, চাঁনখারপুল এর জায়গা হতে অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

**ভভিষ্যত পরিকল্পনা**

* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনবলের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সার্ভার স্টেশন স্থাপন এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/অধিশাখা/শাখার একোমোডেশন এর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
* যে সকল প্রতিষ্ঠানে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি সে বিষয়ে পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা বিবেচনাধীন রয়েছে।

**প্রশাসন-৩ অধিশাখা**

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রতিপালন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সংগে সমন্বয় সাধন করে থাকে প্রশাসন-৩ অধিশাখা। জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাদির দায়িত্ব পালন করে এই অধিশাখা। জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিত করে থাকে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুয়ায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ করে দায়িত্ব ও এই অধিশাখার। এই অধিশাখার অধীনে কাউন্সিল শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রশাসন-৩ অধিশাখার আওতায় কাউন্সিল শাখা হতে জাতীয় সংসদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় সংসদের সাধারন প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি (লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নোত্তর), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর (লিখিত ও মৌখিক) প্রেরণ, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালীর ১৩১ বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংক্রান্তে আলোচনামূলক উত্তর প্রদান এবং কার্যপ্রণালীর ৭১ বিধিতে গৃহীত নোটিশের জবাব প্রেরণ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* জাতীয় সংসদের প্রশ্ন উত্তরঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১০ম জাতীয় সংসদে ৫টি (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ) অধিবেশনে ৭০৮ টি মৌখিক ও ২৮০টি লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।
* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরঃ গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১০ম জাতীয় সংসদে ৩১টি (সম্পূরকসহ) উত্তর প্রদান করা হয়েছে।
* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪৭টি প্রতিশ্রুতি এবং ১২টি নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান।
* মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশঃ গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১০ম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ক (৩) উপ-বিধি অনুযায়ী মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক মোট ৫২টি মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট প্রদান করা হয়েছে।
* সিদ্ধান্ত প্রস্তাবঃ গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১০ম জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক ১১টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ব্রীফ মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর দেয়া হয়েছে।
* মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ ১০ম জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম এ অধিশাখা থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

**প্রশাসন-৪ অধিশাখা**

মনিটরিং এর জন্য জেলা পর্যায়ে গঠিত/অনুষ্ঠিত সমন্বয় কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ বিষয়ে নীতি নির্ধাণী পর্যায়ের জন্য তথ্য/প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে প্রশাসন-৪ অধিশাখা। সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় সাধনও এ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের দায়িত্ব এই অধিশাখায় মহান জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন। মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানসহ মন্ত্রণারয় ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্তাসমূহের সাথে সমন্বয় সভা ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এই অধিশাখায়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এই অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত ১২টি মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
* দশম জাতীয় সংসদে ২০১৫ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২৯.১০.২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
* সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক মেশিনে চিকিৎসকদের ইলেকট্রনিক হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য এবং বায়োমেট্রিক মেশিনসূহ অচল থাকার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক সচল ও সক্রিয় করার জন্য গত ০৪.০৯.২০১৪ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
* মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ১৬টি প্রতিবেদন, জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪টি প্রতিবেদন শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ৪টি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
* গত ২৪.০৩.২০১৫ তারিখ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য সেবা খাতে সুশাসন বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চ্চায় ঊৎসাহিত করার জন্য এবং মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে স্বাস্থ্য সেবা খাতে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা সংক্রান্ত পাঠচক্র গঠন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছ ও জবাবদিহি পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জ্ঞানভিত্তিক উদ্ধুদ্ধকরণ কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তাদান, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুশাসনের সংকট চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা উত্তরণে কৌশল নির্ধারণ, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক, আইন ও প্রায়োগিক সামর্থ বৃদ্ধিতে এই পাঠচক্র গঠন করা হয়েছে।
* ঔষধ ব্যবস্থাপনা খাতে শুদ্ধাচার ও সুশাসন এবং নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য দরিদ্র জনগণের জন্য স্বল্পমূল্যে ক্রয়সাধ্য, নিরাপদ ও কার্যকর ঔষধ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতকালীন ও বিপণন উত্তরন, নজরদারী, মানহীন কোম্পানির লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশনা গত ০১.০৬.২০১৫ তারিখে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে জানানো হয়। এছাড়া উক্ত অধিদপ্তরের নিম্নমান, নকল-ভেজাল ঔষধ বিক্রি প্রতিরোধ, মানহীন কোম্পানির লাইসেন্স বাতিলসহ ঔষধ কোম্পানি ও প্রতিনিধি কর্তৃক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিতকরণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।
* স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে দালালচক্রের অপতৎপরতা প্রতিরোধে গত ০৪/০৬/২০১৫ তারিখে কতিপয় নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্র জারি করা হয়। এই পরিপত্র সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন, ঔষধ প্রাপ্তি এবং রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার মূল্য প্রদর্শন, ডাক্তারসহ স্বাস্থ্য সেবাকর্মীর নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান এবং দালাল প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে দায়বদ্ধ করে কঠোর ব্যবস্থাপনা গ্রহণের নির্দেশনা জারি করা হয়।
* চিকিৎসকদের উপস্থিতিসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২৬/১০/১৪ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সভাপতি করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং সেল গঠন করা হয়ে এবং সেলের কর্মকর্তা কর্তৃক দেশের জেলায়/উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে আকস্মিক পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য/সেবা দানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করে থাকে। এ বছর মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিদর্শনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান ছিল।

**পার অধিশাখাঃ**

পার অধিশাখার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন যুগ্মসচিব (পার)। তাঁর অধীনে পার-১ অধিশাখা, পার-২ অধিশাখা, পার-৩ অধিশাখা, পার-৪ অধিশাখা এবং পার-৫ শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**পার-১ অধিশাখাঃ**

বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদিত পদ কাঠামো, কর্মরত শিক্ষকদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুতের কার্যাদি পার-১ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, উপাধ্যাক্ষ ইত্যাদি পদের নিয়োগ, বদলি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদিত হয় পার-১ অধিশাখায়। এছাড়া বর্ণিত চিকিৎসকদের স্বেচ্ছায় অবসর, পিআরএল, ইস্তফা প্রদান, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের চাকুরি মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমও সম্পাদন হয়ে থাকে এ অধিশাখা থেকে। পার-১ অধিশাখা থেকে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তাদের পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া সহকারী, সহযোগী ও অধ্যাপক পদে চিকিৎসকদের পদোন্নতি, বদলি/পদায়ন ও চলতি দায়িত্ব প্রদান করাও একটি রুটিন কাজ। অধিকন্তু পার-১ অধিশাখা হতে বর্ণিত চিকিৎসকদের পিআরএল, স্বেচ্ছায় অবসর, ইস্তফা প্রদান, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমও সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এ অধিশাখা হতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে কোন পদোন্নতি প্রদান করা হয়নি। তবে উক্ত সময়ে অর্থাৎ সর্বশেষ ০৭/০৪/২০১৫ তারিখে পদোন্নতির নিমিত্ত ডিপিসির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় ০৫/০৮/২০১৫ তারিখে ৩৩৮ জন কর্মকর্তাকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক বদলি/পদায়ন করা হয়। বর্তমানে অধ্যাপক পদে এসএসবি এর মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিকনং** | **কাজেরপ্রকার** | **সময়কাল** | **সংখ্যা** |
| ১ | পিআরএল | জুলাই/২০১৪-জুন/২০১৫ | ১৪৬ টি |
| ২ | স্বেচ্ছায়অবসর | ঐ | ৩টি |
| ৩ | ইস্তফা | ঐ | ৪টি |
| ৪ | চুক্তিভিত্তিকনিয়োগ | ঐ | ৩টি |
| ৫ | মুক্তিযোদ্ধাকর্মকর্তাদেরচাকুরিবৃদ্ধি | ঐ | ২টি |

* সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় ০৫.০৮.২০১৫ তারিখে ৩৩৮ জন কর্মকর্তাকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক বদলি/পদায়ন করা হয়। বর্তমানে অধ্যাপক পদে এসএসবি এর মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধঘীন রয়েছে।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

* চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহের শিক্ষা কোর্সসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অধ্যাপক পদসমূহ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে এবং সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদসমূহ ডিপিসির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

**পার-২ অধিশাখাঃ**

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক, অতিরিক্ত মহা-পরিচালক, পরিচালকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি পার-২ অধিশাখার আওতাভূক্ত বিষয়। এছাড়া বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রশাসনিক বিষয় এবং বিভাগীয় পদোন্নতি সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদিত হয় এই অধিশাখায়। সারাদেশে সিভিল সার্জনদের পদায়ন, নিয়মিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাও এর আওতাভুক্ত।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* গত ২৭.০৭.২০১৪ তারিখে স্বাস্থ্য ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০০৮-এ ‘নবনিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের পদায়ন’ সম্পর্কিত নির্ধারিত অংশ পরিবর্তন করে সংশোধিত নীতিমালা, ২০১৪ জারি করা হয়। সংশোধিত এই নীতিমালায় নবনিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের উপজেলা বা তদনিম্ন পর্যায়ে এবং পার্বত্য ও দুর্গম উপজেলায় পদায়নের নির্দেশনা সংযোজন করা হয়।
* গত ৭ ও ৮ আগষ্ট/২০১৪ তারিখে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন সহ:ডেন্টাল সার্জনের যোগদানপত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নব যোগদানকৃত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে নবনিযুক্ত বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন সভায় নব-নিযুক্ত চিকিৎসকদেরকে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।
* ৩৩ তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জনসহ মোট -৬২৬০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
* বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/ স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের উপপরিচালক (৪র্থ গ্রেড) পদে ৫৪৫ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
* বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/ স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের ৫ম গ্রেডে ৮৫৫ সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়।
* বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/ স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড (৭ম গ্রেড) ৭৩০ জনকে প্রদান করা হয়।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

* স্বাস্থ্য ক্যাডার/সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে চাকুরি স্থায়ীকরণ, ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড) প্রদান। বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
* স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিদ্যমান বিধি, নীতিমালা পরীক্ষাপূবর্ক ক্যারিয়ার প্লান প্রণয়ন।

**পার-৩ অধিশাখাঃ**

স্বাস্থ্য সার্ভিসের সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, পদায়ন/বদলি নীতিমালা প্রণয়ন এই অধিশাখার কাজ। সহকারী সার্জন, সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের পদায়ন, চাকুরি নিয়মিতকরণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **পদের নাম** | **সিনিয়র কনসালট্যান্ট**  **জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত পদোন্নতি প্রাপ্ত** | **ক্রমিক নং** | **পদের নাম** | **সিনিয়র কনসালট্যান্ট**  **জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত পদোন্নতি প্রাপ্ত** |
| ১ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী) | ২২ | ১ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনী) | ১১১ |
| ২ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনী) | ২২ | ২ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন) | ৬৬ |
| ৩ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজী) | ১৫ | ৩ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী) | ৪৮ |
| ৪ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু) | ১১ | ৪ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (এ্যানেসঃ) | ৩১ |
| ৫ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (অর্থো-সার্জারী) | ২০ | ৫ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (অর্থো-সার্জারী) | ৬১ |
| ৬ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (শিশু) | ১৯ | ৬ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু) | ২০ |
| ৭ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন) | ০৯ | ৭ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজী) | ৬২ |
| ৮ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (ইএনটি) | ০৭ | ৮ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (শিশু) | ১২৭ |
| ৯ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (এ্যানেসথেসিয়া) | ০৬ | ৯ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (ইএনটি) | ২০ |
| ১০ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (চর্ম ও যৌন) | ১১ | ১০ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (চর্ম ও যৌন) | ১১ |
| **১১** | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (রেডিওলজী) | ০ | **১১** | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (রেডিওলজী) | ২৯ |
| **১২** | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (প্যাথলজী) | ০ | **১২** | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (প্যাথলজী) | ১৩ |
| ১৩ | সিনিয়র কনসালট্যান্ট (বক্ষব্যাধি) | ০ | ১৩ | জুনিয়র কনসালট্যান্ট (বক্ষব্যাধি) | ২১ |
|  | **সর্বমোট** | **১৪২** |  | **সর্বমোট** | **৬২০** |

**সিনিয়র কনসালট্যান্ট (বিষয় ভিত্তিক) পদোন্নতি**

**জুনিয়র কনসালট্যান্ট (বিষয় ভিত্তিক) পদোন্নতি**

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

* স্বাস্থ্য ক্যাডার সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।
* স্বাস্থ্য সার্ভিসের শৃংখলা নিশ্চিত করার স্বার্থে এতদসংক্রান্ত মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

**পার-৪ শাখাঃ**

পার-৪ শাখা হতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট, জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন পর্যায়ে নতুন পদ সৃজন ও পদ সংরক্ষণ এবং পদ স্থায়ীকরণের কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

**২০১৪ -২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র:নং | বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নাম | সৃজিত জনবল | | |
| বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার | অন্যান্য পদ | মোট সৃজিত পদ |
| ১ | ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি ঢাকা এর নেফ্রোলজি বিভাগের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন । | - | ৭২ | ৭২ |
| ২ | জাতীয় এইডস/এসটিডি কন্ট্রোলের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ৫ | - | ৫ |
| ৩ | নওগাঁ ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | - | ২৯ | ২৯ |
| ৪ | গাইবান্ধা ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ২০ | - | ২০ |
| ৫ | কুড়িগ্রাম ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ২০ | - | ২০ |
| ৬ | ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি ঢাকা এর নেফ্রোলজি বিভাগের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন । | ৫৭ | - | ৫৭ |
| ৭ | নওগাঁ ১০০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে স্বাস্থ্য ক্যাডারের পদ সৃজন । | ২৩ | - | ২৩ |
| ৮ | ঝিনাইদহ ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য স্বাস্থ্য ক্যাডারের পদ সৃজন। | ১৮ | - | ১৮ |
| ৯ | ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শহীদ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতারের জন্য পদ সৃজন। | - | ৮৮ | ৮৮ |
| ১০ | শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ গোপালগঞ্জ এর জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | - | ৮৯ | ৮৯ |
| ১১ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | - | ৬১৬ | ৬১৬ |
| ১২ | শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ , গোপালগঞ্জ এর জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ৯০ | - | ৯০ |
| ১৩ | ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগের জন্য পদ সৃজন । | ২ | - | ২ |
| ১৪ | কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন মালিগাঁও ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | - | ১৯ | ১৯ |
| ১৫ | ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | - | ৪৫৭ | ৪৫৭ |
| ১৬ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীর বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ১৮৮ | - | ১৮৮ |
| ১৭ | পাবনা মেডিকেল কলেজের জন্য পদ সৃজন। | - | ৪৮ | ৪৮ |
| ১৮ | কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন মালিগাঁও ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ৬ | - | ৬ |
| ১৯ | ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এর জন্য পদ সৃজন | - | ২৯ | ২৯ |
| ২০ | ১৪টি সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগে রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ১৪ | - | ১৪ |
| ২১ | ১৪টি সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিউরোসার্জারি বিভাগে রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ৩১ | - | ৩১ |
| ২২ | ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ২৫ | - | ২৫ |
| ২৩ | পাবনা মেডিকেল কলেজের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | ২৭ | - | ২৭ |
| ২৪ | ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে রাজস্খাতে পদ সৃজন। | ১৩ | - | ১৩ |
|  | মোট | ৫৩৯ | ১৪৪৭ | ১৯৮৬ |

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

* দেশের মোট পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও সংশ্লিষ্ট জনবলের অভাব এখনও রয়েছে। দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎকসহ অন্যান্য ক্যাডার বহির্ভূত জনবলের পদ সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে ।

**পার-৫ শাখা :**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-৫ শাখা হতে মূলত চিকিৎসকদের ছুটি নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ক সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সম্প্রতি এই শাখার কার্যক্রমের তালিকায় যুক্ত হয়েছে চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম। পার-৫ শাখা হতে ছুটির আবেদন বিষয়ক যে সেবা প্রদান করা হয় তার আওতায় রয়েছে বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি (দেশের অভ্যন্তরে), বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি ইত্যাদি। আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ প্রায়শঃই আয়োজিত হয়। এতে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকবৃন্দ তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুযোপযোগী করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য এ শাখা হতে সরকারি চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদান করা হয়।

২**০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমঃ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| বহিঃবাংলাদেশ সেমিনার ও ব্যক্তিগত আবেদন | অর্জিত ছুটির আবেদন | শ্রান্তি বিনোদন ছুটির আবেদন | বহিঃবাংলাদেশ শিক্ষা ছুটির আবেদন | লিয়েন মঞ্জুর/বর্ধিত |
| ২৫০৬ | ১২৪ | ১৭৯ | ৮ | ৬১ |

**ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ**

* চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের মাধ্যমে সেবা আরো সহজীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট:**

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (HRM) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র ইউনিট। সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ থেকে চতূর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (FPHP) অধীনে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মানসম্পন্ন, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি পলিসি এনালাইসিস কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তিতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট(HEU) কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও সম্প্রসারিত করে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট(HRDU) সমন্ময়ে পলিসি এন্ড রিসার্চ ইউনিট সৃষ্টি হয় এবং ২০০৩-২০১১ সালের HNPSP-এর আওতায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট-কে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM)-এর অপারেশনাল প্লানের অন্তর্ভুক্ত করে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করে আসছে। মানব সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্ম কৌশলসমূহ প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদকরণের অংশ হিসাবে দলিল (Empirical evidence) তৈরি করছে। বর্তমানে এই ইউনিট ২০১১-২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন HPNSDP’র অধীনে গৃহীত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

* দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মানব সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। এই মানব সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং দেশের চাহিদা ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্য জনশক্তি কৌশলপত্রের চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এই চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় গত নভেম্বর ২০১৪ -তে একটি “Technical working committee” গঠন করার মাধ্যমে । পরবর্তিতে এই প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন- WHO, DFATD, DFID, World Bank এর প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ ও সম্পৃত্তকরণের মাধ্যমে এই প্রনয়ন প্রক্রিয়াটি চূড়ান্তরুপ নেয় । ফলশ্রুতিতে “Technical working committee” সহায়তায় এই চূড়ান্ত খসড়াটি প্রনয়ন করা হয়, যা বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় আছে।
* প্রশিক্ষণ খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসরণে একটি প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণে করে। এরই ধারাবাহিকতায় খসড়া “জাতীয় প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং (National Training Guidelines for In-Service Training)” প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। প্রশিক্ষণ নির্দেশিকাটি অনুমোদিত হলে ইন-সার্ভিস ট্রেইনিং কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।
* স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসিক ও এ্যাডভান্সড কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মাঠ-পযায়ে কর্মীদের মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য-সেবার উপর প্রশিক্ষণ সহ উপজেলা পযায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে এসকল প্রশিক্ষণে ৫৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। নেতৃত্ব দক্ষতা ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য জনশক্তির প্রণোদনা বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ৪৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
* ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ওপি’র বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান টাকা ৪৬৯.০০ লক্ষ, এর বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ টাকা ৬১৫.০০ লক্ষ; ব্যায়কৃত অর্থের পরিমান টাকা ৩২২.০১ লক্ষ। বরাদ্দের বিপরীতে ব্যায়ের হার ৬৮.৬৫%, ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যায়ের হার ৫২.৫৬%। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বার্ষিক ইউনিট কর্মসম্পাদন চুক্তি, নিয়োগবিধি, জাতীয় প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ও মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, নিয়োগবিধি, জাতীয় প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও জেলা পযায়ে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ২২টি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনার/ ওয়ার্কশপসমূহে ৮৪৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

**কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) চুক্তি:**

সরকারের রুপকল্প (Vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং প্রশাসনের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সাফল্যকে পরিমাপযোগ্য এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনাকে ফলপ্রসু করার জন্য কার্যপরিধিসহ যুগ্ম-সচিব (এইচআরএম)-কে সভাপতি করে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট “বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় কমিটি” গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি মন্ত্রণালয়ের সকল বিভাগ, অনুবিভাগ, শাখা ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার সাথে সমন্বয় করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৪-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। এ চুক্তিতে মন্ত্রণালয়ের জন্য ৮টি কৌশলগত উদ্দেশ্য, ২৩টি কার্যক্রম এবং ৪৩টি কর্মসম্পাদন সূচক এবং সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রযোজ্য আবশ্যকীয় কৌশলগত উদ্দেশ্যতে ৪টি উদ্দেশ্য, ৮টি কার্যক্রম এবং ১২টি কর্মসম্পাদন সূচক সন্বিবেশিত ছিল। আবশ্যকীয় কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জেনের জন্য ১৫ এবং মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জেনের জন্য ৮৫ নম্বর বরাদ্দ ছিল।

সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে গত ০৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত ৫৫ (মন্ত্রণালয়ের ৪৩টি ও আবশ্যকীয় ১২টি) কর্মসম্পাদন সূচকের নির্ধারিত লক্ষমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করে গত ৩১ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মূল্যায়নে মন্ত্রণালয়ের অর্জিত মান ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮২.২৭; উল্লেখ্য জাতীয় সরকারি কর্মসম্পাদন কমিটি (National Committee on Government Performance-NCGP) কর্তৃক মূল্যায়িত অর্জিত নম্বর ৮১.০৭।

| **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) চুক্তি ২০১৪-১৫ কর্মসম্পাদন সূচক** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক** | **অর্জন** |
| ১ | সেবা গ্রহণকারি | লক্ষ | ৫৫০ | ৫২০ |
| ২ | কিট বক্স (মেডিসিন) সরবরাহ | হাজার | ৪০ | ৫১ |
| ৩ | সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সিএইচসিপি | সংখ্যা | ৪৩২ | ৪২৫ |
| ৪ | সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বহি:বিভাগে রোগী | লক্ষ | ১৫১০ | ১৫২০ |
| ৫ | স্বাভাবিক প্রসব | হাজার | ১৫৪ | ১৫১.৩ |
| ৬ | ভর্তিকৃত ডায়রিয়া রোগী | % | ১২.২ | ১৪ |
| ৭ | জেলা হাসপাতালে স্ক্যানু (SCANU) সেবা বৃদ্ধি | সংখ্যা | ২৫ | ২৪ |
| ৮ | ইপিআই কভারেজ (হাম) | % | ৮৭ | ৮৬ |
| ৯ | ইপিআই কভারেজ (পেন্টা-৩) | % | ৯১ | ৯৩ |
| ১০ | সিজারিয়ান অপারেশন | হাজার | ১১৫ | ২৩৫ |
| ১১ | প্রসবপূর্ব (ন্যূনতম ১ বার) সেবা প্রদান | লক্ষ | ১৯.৫ | ১৯.৭৬ |
| ১২ | শয্যা ব্যবহারের হার (জেলা হাসপাতাল) | % | ১০০ | ১২১.৬ |
| ১৩ | দীর্ঘ মেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতি বৃদ্ধি | হাজার | ৫৭৫ | ৭৭১ |
| ১৪ | স্থায়ী পদ্ধতি (NSV) গ্রহণকারী | হাজার | ৭৫ | ৮৬ |
| ১৫ | স্থায়ী পদ্ধতি (tubectomy) গ্রহণকারী | হাজার | ১০০ | ১০৮ |
| ১৬ | আইইউডি (IUD) স্থাপন | হাজার | ২০০ | ২৪৪ |
| ১৭ | ইমপ্লান্ট স্থাপন | হাজার | ২০০ | ৩৩৩ |
| ১৮ | LAPM প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী | সংখ্যা | ৭২০ | ৩৪০ |
| ১৯ | মেডিকেল ও ডেন্টাল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠ পযায়ের আবাসিক প্রশিক্ষণ (RFST) | ব্যাচ | ৩২ | ২৯ |
| ২০ | গুনগত চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ | জন | ২৫০ | ২৪০ |
| ২১ | ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি সুবিধা উন্নতীকরণ | সংখ্যা | ৪৫ | ৪৪ |
| ২২ | বিএসসি নার্স বৃদ্ধি (নতুন) | সংখ্যা | ৭০০ | ৬৫৫ |
| ২৩ | ডিপ্লোমা নার্স বৃদ্ধি (নতুন) | সংখ্যা | ২৫৮০ | ২০৮৪ |
| ২৪ | GMP বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মী | সংখ্যা | ৪০ | ১১০ |
| ২৫ | ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ হ্রাস/ ১০০০০ জনসংখ্যা | সংখ্যা | ১০ | ১১ |
| ২৬ | ফাইলেরিয়া বিস্তার ১৯ জেলার মধ্যে ১৪ টিতে <১% হ্রাস | সংখ্যা | ১৪ | ১৮ |
| ২৭ | কৃমিনাশক বড়ি গ্রহণকারী স্কুলগামী শিশু (৫-১২ বছর) | মিলিয়ন | ২৫ | ৯৯ |
| ২৮ | এ্যানডেমিক এলাকায় কালাজ্বরের প্রকোপ হ্রাস/ ১০০০০ জনসংখ্যা | সংখ্যা | ১ | ১ |
| ২৯ | নতুন রোগী (স্পুটাম পজিটিভ) সনাক্তকরণের হার বৃদ্ধি | হাজার | ১০৫ | ১২৭ |
| ৩০ | IDU-দের মধ্যে এইচআইভি ও এইডস প্রকোপ হ্রাস | % | ০.৯৮ | ১ |
| ৩১ | ART প্রাপ্য এইচআইভি রোগী | সংখ্যা | ৩১৫০ | ১৪৯৫ |
| ৩২ | স্ক্রীনিংকৃত রোগী | হাজার | ১৭২ | ১৯৫ |
| ৩৩ | অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী | সংখ্যা | ৪০০ | ৫৪ |
| ৩৪ | ঔষধ এবং টীকা পরীক্ষাগার স্থাপন | ইউনিট সংখ্যা | ১ | ১ |
| ৩৫ | GMP এবং মানদন্ড অনুযায়ী ঔষেধের নমুনা পরীক্ষা | সংখ্যা | ৬০০০ | ৭৪৫৫ |
| ৩৬ | ঔষধ নিবন্ধন পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয়করণ | তারিখ | ২৬-০৬-১৫ | ৩০-০৬-১৫ |
| ৩৭ | ঔষধ কোম্পানি পরিদর্শণ এবং গুণগত মানের ওষুধ উৎপাদন নিশ্চিত করা | সংখ্যা | ১২০০ | ১১৯৯ |
| ৩৮ | এসএসকে পাইলটিং এর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম | % | ১০০ | ৭০ |
| ৩৯ | এএমসি সেবা বৃদ্ধি | সংখ্যা | ২০০ | ২০৩ |
| ৪০ | জাতীয় খাদ্য নিরাপদতা ল্যাবরেটরিতে খাদ্য পরীক্ষা | সংখ্যা | ১৮০ | ৩৯৪ |
| ৪১ | ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টশন বৃদ্ধি | % | ১০০ | ৯৯ |
| ৪২ | পুষ্টি কর্ণার বৃদ্ধি | সংখ্যা | ২০০ | ৩৯৫ |
| ৪৩ | ব্রেস্ট ফিডিং (বুকের দুধ খাওয়ানো) কর্ণার বৃদ্ধি | সংখ্যা | ১৮০ | ১৮৮ |
| ৪৪ | মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক সিটিজেনস চার্টার প্রণনয়ন ও অনুমোদন | তারিখ | ৩১-১২-১৪ | ৩১-১২-১৪ |
| ৪৫ | সিটিজেনস চার্টার ওয়েব সাইটে প্রকাশ | তারিখ | ৩১-১২-১৪ | ৩১-১২-১৪ |
| ৪৬ | জিআরএস ফোকাল পয়েন্টের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানার সংকলন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ৩১-১২-১৪ | ৩১-১২-১৪ |
| ৪৭ | জানুয়ারী ২০১৫ হতে জিআরএস প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | প্রতিবেদন সংখ্যা | ৫ | ০ |
| ৪৮ | উদ্ভাবনী টিমের বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ১০০ | ৮০ |
| ৪৯ | দাপ্তরিক কর্মকান্ডে ইউনিকোড ব্যবহার | তারিখ | ৩১-১২-১৪ | ৩১-১২-১৪ |
| ৫০ | জিআরএস ফোকাল পয়েন্টের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানার সংকলন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | % | ৮০ | ৮০ |
| ৫১ | জানুয়ারী ২০১৫ হতে জিআরএস প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | তারিখ | ১৫-০৩-১৫ | ৪২০৯৪ |
| ৫২ | বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনীত ও ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে দাখিল | প্রতিবেদন সংখ্যা | ৫ | ৫ |
| ৫৩ | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিএমসি কর্তৃক পরিবীক্ষিত নির্ধারিত লক্ষমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন | বিএমসি সভার সংখ্যা | ৪ | ৪ |
| ৫৪ | বছরে নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির শতকরা হার | % | ৭০ | ২৫ |
| ৫৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাসময়ে দাখিল | তারিখ | ০১-০২-১৫ | ০১-০২-১৫ |

**লাইব্রেরি শাখাঃ**

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সরকারি প্রকাশনা, পুস্তক, প্রতিবেদন, ও সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দেশি ও বিদেশি তথ্য/রিপোর্ট সংগ্রহ এবং গ্রন্থপুঞ্জি ও নির্ঘন্ট তৈরিকরণ ও এশাখার কর্মবন্টনভুক্ত কাজ। এ শাখার দায়িত্বে একজন লাইব্রেরিয়ান রয়েছেন। লাইব্রেরি শাখায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বই, HPNSDP, Bangladesh Code, Dictionary, ADP, PPR, MDG, PRSP, চাকুরির বিধি-বিধান, আইন-কানুন, প্রশাসনিক, অফিস ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ গেজেট সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি এবং তিনটি বিদেশী ম্যাগাজিন ও সাতটি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি:**

* ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন বই সংগ্রহ করা হয়েছে । পাঠকদের চাহিদা মোতাবেক নতুন-পুরাতন সকল প্রকার বই লাইব্রেরির নিয়ম মাফিক আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে।
* লাইব্রেরি শাখায় বই এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাঠচর্চ্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।
* স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত পত্রিকার প্রতিবেদন নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয়েছে।
* বই এর সহজ ব্যবস্থাপনার জন্য বইগুলি নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

**ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ**

* কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পাঠ চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বড় টেবিল এবং পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থাসহ এসি সংযোগ প্রদান করা হয়। ক্যাটালগ ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারাইজড তথা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সহজতর করে ব্যাপক পাঠক সেবা প্রদান করে উন্নত লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।

**কম্পিউটার সেলঃ**

বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অনুসারে ডিজিটাল ও উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ই-সেবা কার্যক্রম চালু করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে CAT-5 বেজড নেটওয়ার্ক ব্যাকবোনটি ফাইবার অপটিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা উক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা ভোগ করছেন। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করার ফলে দেশে-বিদেশে ই-মেইল আদান-প্রদান ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সরকারের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার সেলে বর্তমানে একজন সিস্টেম এনালিষ্টের তত্ত্বাবধানে একজন প্রোগ্রামার, একজন মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, দুইজন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, দুইজন সহকারি প্রোগ্রামার ও একজন ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল সুপারভাইজার কর্মরত আছেন। বিভিন্ন শাখা/উইং-এর আইসিটি সংক্রান্ত সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য সিস্টেম স্টাডি, এনালাইসিস, ডিজাইন, ডেভেলপ, টেস্ট ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। আইসিটি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে সহায়তা করা। মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় আইসিটি সিস্টেম প্রকাশ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা কম্পিউটার সেলের কাজ। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশনের মধ্যে ল্যান সংযোগ তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ, বিদ্যমান নেটওর্য়াক সম্প্রসারণে উন্নততর ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন সংক্রান্ত কার্যক্রম, ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ ও তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এই সেলের কাজ।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কম্পিউটার সেলের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

**১। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (**[www.mohfw.gov.bd](http://www.mohfw.gov.bd)**) হালনাগাদকরণঃ** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রেরিত বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও এইচপিএনএসডিপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি, প্রেষণ নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে এবং ওয়েবসাইটটি নিয়মিত আপডেট করা হয়। মন্ত্রণালয়ের **ওয়েবসাইটে অন্যান্য সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের লিংক দেয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটের সাথে ডাটাবেইজের লিংক এর মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।**

ক) বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রেরিত বিভিন্ন কর্মসূচীর তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও এইচপিএনএসডি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

খ) সরকারের সাফল্যের চিত্র (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য) ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

গ) তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের তালিকা ওয়েব সাইটে দেয়া আছে।

ঘ) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

ঙ) বাজেট (২০১০-২০১১, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫)(স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অংশ) ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

চ) তথ্য সেবা প্রদানের রিপোর্ট ওয়েব সাইটে প্রকাশ হয়েছে। ।

ছ) অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

জ) Annual Performance Agreement (APA) সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

**২। মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) Programme এর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করাই এই ফেজবুক পেজের লক্ষ্য। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ ও ছবি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী পোষ্ট করা হয়।

ফেসবুক পেজটির লিংকটি : <https://www.facebook.com/mohfwbd>

**৩। Web Portal সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) Programme সরকারের “Digital Bangladesh” রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের একই প্লাটফর্মে প্রায় ২৫,০০০ ওয়েবপোর্টাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি নতুন ওয়েব পোর্টাল নির্মাণ করা হয়। এই নতুন ওয়েব পোর্টালের লিংক- [mohfw.portal.gov.bd](https://.facebook.com/mohfwbd)

**৪। সেন্ট্রাল এ্যান্টি ভাইরাস সিস্টেমঃ** সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং ল্যান বেজড ওয়েব সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এন্টি ভাইরাস সিস্টেমে কেন্দ্রীয় ভাবে অথবা ইউজার লেভেলে ইনস্টল, আপডেট এবং স্কেন করা হয়। উল্লেখিত সেন্ট্রাল এন্টিভাইরাস এর মাধ্যমে অনলাইন এবং অফলাইন ভাইরাসসমূহ প্রতিরোধ করা যায়। boots virus, warm virus, clone virus, crash virus, shortcut virus ইত্যাদি ভাইরাসসহ নিত্যনতুন ভাইরাসকে disinfect করতে সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস সিস্টেম কাজ করছে।

**৫। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমঃ** তাৎক্ষণিক এবং কয়েকটি জায়গায় একসাথে সভা করার জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ। স্কাইপি ও অন্যান্য ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়ারের মাধ্যমে গুরুর্তপূর্ণ সভার ভিডিও কনফারেন্স করা হয়েছে। এছাড়াও ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-২ (ইনফো-সরকার) প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ে Video Conference সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলছে ।

**৬। ওয়াই-ফাই সেবা প্রদানঃ** মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ ওয়াই সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ০৯ টি ওয়াই-ফাই কানেকশন বিদ্যামন রয়েছে। সেগুলো হলো - মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে ০১ টি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে ০১ টি, সচিব মহোদয়ের দপ্তরে ০১ টি, অতিঃসচিব মহোদয়ের দপ্তরে ০১ টি, অতিঃ সচিব (বিশ্বসাস্থ্য) মহোদয়ের দপ্তরে ০১) ,যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের দপ্তরে ০১টি, যুগ্মসচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের দপ্তরে একটি, বড় সভাকক্ষে ০১টি ও key free নামে একটি।

**৭। কম্পিউটার প্রশিক্ষণঃ** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচ দিন ব্যাপী বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ১১/০৫/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ১৭/০৬/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ০৫ টি ব্যাচে মোট ৭৫ জনকে প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**৮। PDS ডাটাবেজঃ** মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরীর জন্য সফটওয়ার তৈরীর কাজ চলছে। এই ডাটাবেজে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। নতুন কর্মকর্তা যোগদান করলে তার তথ্য এন্ট্রি করা হবে এবং কোন কর্মকর্তার ডেস্ক পরিবর্তনসহ ও অন্যান্য তথ্য হালনাগাদকরণের প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করা হবে।

**৯। বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত ডাটাবেজঃ** বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভলপ করা হয়েছে। এর ফলে বৈদিশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বৈদিশিক ভ্রমণের ডাটাবেজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন field সংযোজন করা হয়েছে।

**১০। বিভাগীয় মামলার ডাটাবেজঃ** ডাটাবেজটিতে শৃংখলা শাখার সকল বিভাগীয় মামলার তথ্য রয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন মামলা এন্ট্রি করা যায় এবং পূর্ববর্তী এন্ট্রিকৃত মামলাসমূহের যেকোন মুহূর্তের অবস্থা জানা যাবে। এছাড়া ডাটাবেজটির মাধ্যমে বিভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

**স্বল্পমেয়াদিঃ**

* মন্ত্রণালয়ের ইনভেন্টরি এ্যাসেট ট্রেকিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হবে। প্রাথমিকভাবে মন্ত্রণালয়ের ইনভেন্টরির ডাটাবেজ পাইলটিং হিসাবে শুরু করা হবে।
* মন্ত্রণালয়ের অনলাইন লিভ সফটওয়ারের পরবর্তি সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকআপ সিস্টেম, রিপোর্টিং মডিউল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে PDS সিস্টেমের উন্নয়ন সাপেক্ষে আপডেটেড ডাটাবেজ তৈরী করা হবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে।
* হাসপাতাল পরিদর্শনের রিপোর্ট ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে। পরবর্তিতে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই ডাটাবেজ নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।
* তথ্য নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে ই-গর্ভনেন্স এর আওতায় মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যান মাধ্যমে নোট, সারসংক্ষেপ, প্রতিবেদন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রতিবেদন ব্যাকআপ হিসাবে ইলেকট্রনিক সংরক্ষনের নিমিত্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সর্বশেষ মডেল এর Network Attach Storage (NAS) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।
* মন্ত্রণালয়ে ইন্ট্রানেট ভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখার মধ্যে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হবে ও বড় আকারের ফাইল শেয়ার করা সম্ভব হবে।

**দীর্ঘমেয়াদিঃ**

* মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ সকল দপ্তরের সমন্ময়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সেবার আবেদন এবং সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।
* যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় সকল নাগরিক সেবা অনলাইনে পাওয়ার ব্যাবস্থা গ্রহণ।
* মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের আইসিটি সিস্টেম সমন্বিত করে একটি একক প্লাটফর্ম স্থাপন করা। একটি ড্যাশবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সকল সিস্টেম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।
* মানব সম্পদ উন্নয়ণ ব্যবস্থাকে উন্নত ও ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সকল দপ্তরের তথ্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির তথ্য ভান্ডার তৈরী করা ।
* একটি কার্যকর সার্ভার রুম বা মিনি ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হবে।
* Smart ফোন, Media Pad এবং মোবাইল এপ্লিকেশন ভিত্তিক বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

**2. শৃঙ্খলা ও নার্সিং অনুবিভাগঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও অধীনে পরিচালিত হয় শৃংখলা ও নার্সিং অনুবিভাগ। মন্ত্রণালয়ের গত ০৪.০৬.২০১৫ তারিখের আদেশবলে দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে শৃঙ্খলা অনুবিভাগটি শৃঙ্খলা ও নার্সিং অনুবিভাগে রুপান্তর করা হয়। মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন হয় এই অনুবিভাগে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নার্সিং পেশার মানোন্নয়নসহ সেবা পরিদপ্তরের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদিও সম্পাদিত হচ্ছে উক্ত অনুবিভাগ থেকে। এছাড়া অতিরিক্ত সচিবের অধীনে রয়েছে শৃংখলা অধিশাখা, শৃংখলা ১ ও ২ শাখা, আইন অধিশাখা এবং নার্সি অধিশাখা ও নার্সিং শাখা।

**কর্মবন্টনঃ**

* মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক যাবতীয় বিষয় নিষ্পত্তিকরণ;
* এইচআইভি/এইডস/এসটিডি/আর্সেনিক/সার্স ইত্যাদি কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃখাত সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
* নার্সিং সার্ভিসের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
* নার্সিং শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা কোর্সের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, নীতি, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
* নার্সিং সার্ভিসের মানোন্নয়নে নিয়োগ বিধিমালাসহ নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন আইন, বিধি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
* বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর রেগুলেশন হালনাগাদকরণসহ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
* নার্সিং সার্ভিসে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠান ও সমন্বয় সাধন ;
* মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরের কার্যক্রম;
* অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ ;
* মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান ;

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শৃংখলা অনুবিভাগের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* পুরাতন বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে পিএসসির সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে পিএসসির মতামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্ত্বে নিয়মিত সভা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করায় দীর্ঘকালের অনিস্পন্ন অনেক বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বর্তমানে রুজুকৃত মামলাসমূহ যথাশ্রীঘ্র সম্ভব দ্রুততরভাবে নিষ্পপ্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
* চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আকস্মিক পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রযোজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দ্রুততার সাথে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
* বিভাগীয় মামলাসমূহের ডাটা বেইজ তৈরী করা হয়েছে।

**শৃংখলা-১ ও শৃংখাল-২ শাখার ২০১৪-১৫ সালের বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি তালিকা নিম্নরূপঃ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মাসের নাম | মাস শুরুতে স্থিতি | দায়েরকৃত মামলা | দন্ডাদেশসহ নিষ্পত্তিকৃত মামলা | | মোট দন্ড | অব্যাহতি | মোট নিষ্পত্তি | মূল অভিযোগ | আরোপিত শাস্তির ধরণ |
| ১. | ২. | ৩. | ৪. | ৫. | ৬. | ৭. | ৮. | ৯. | ১০. |
| জুন-২০১৪ হতে আগত মামলা-৩৭৩ |  |  | চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত | অন্যান্য দন্ড |  |  |  | ১. বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি।  ২. অসদাচরণ ।  ৩. আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি ।  ৪. নৈতিক স্খলন। | ১. তিরস্কার  ২. বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত ।  ৩। বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত করণ।  ৪. নিম্নপদে অবনমিতকরণ।  ৫. চাকুরিচ্যুতি।  ৬. চাকুরি হতে বরখাস্ত । |
| জুলাই/১৪ | ৩৭৩ | ২২ | ০২ | ০৩ | ০৫ | ০৩ | ০৮ |
| আগস্ট/১৪ | ৩৮৭ | ১৬ | ০২ | ০৭ | ৯ | ০১ | ১০ |
| সেপ্টেম্বর/১৪ | ৩৯৩ | ১১ | ০৩ | ০৪ | ০৭ | ০৮ | ১৫ |
| অক্টোবর/১৪ | ৩৮৯ | ১৪ | ০৪ | ০৪ | ০৮ | ০৫ | ১৩ |
| নভেম্বর/১৪ | ৩৯০ | ০৬ | ০৩ | ০৪ | ০৭ | ০৪ | ১১ |
| ডিসেম্বর/১৪ | ৩৮৫ | ১০ | ১০ | ১০ | ২০ | ০৪ | ২৪ |
| জানুয়ারী/১৫ | ৩৭১ | ০৬ | ১০ | ০১ | ১১ | ০২ | ১৩ |
| ফেব্রুয়ারী/১৫ | ৩৬৪ | ০৬ | ১৫ | ০১ | ১৬ | ০০ | ১৬ |
| মার্চ/১৫ | ৩৫৪ | ০৯ | ০৭ | ০৬ | ১৩ | ০৩ | ১৬ |
| এপ্রিল/১৫ | ৩৪৭ | ৭ | ০২ | ০২ | ০৪ | ০৬ | ১০ |
| মে/১৫ | ৩৪৪ | ১৭ | ০৭ | ৮ | ১৫ | ০৬ | ২১ |
| জুন/১৫ | ৩৪০ | ১৩ | ০৩ | ০৯ | ১২ | ০৪ | ১৬ |
| **মোট=২০১৪-১৫** | ৩৪০ | ১৩৭ | ৬৮ | ৫৯ | ১২৭ | ৪৬ | ১৭৩ |

**ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ**

১. বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরী এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস-এ সংযোগ স্থাপন ও তথ্য অদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডাটা বেইজ ওয়েবসাইট এবং অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের তথ্য দ্রুত প্রাপ্তি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা শেষে আদেশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

**নার্সিং শাখা**

নার্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রেষণ, লিয়েন, বদলি, ছুটি, পেনশনসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, নার্সিং সার্ভিসের পদ কাঠামো পর্যালোচনা, উন্নয়নখাতসহ নার্সিং ও নন-নার্সিং পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি নার্সিং শাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া নার্সিং সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন, বিধি প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ, সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই শাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

**২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**

* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সেবা পরিদপ্তরের আওতায় সিভিল সার্জন কার্যালয়ের “ডিসট্রিক্ট পাবলিক হেল্থ নার্স” (পদের সংখ্যা-৬৪টি) এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল/সদর হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের “ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট” (পদের সংখ্যা-৫৬টি) গত ৩০-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ২য় শ্রেণি থেকে ১ম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে।
* নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত সেবা পরিদপ্তরের বিদ্যমান ৪টি নিয়োগবিধিমালার বিভিন্ন অসংগতি দূরপূর্বক “সেবা পরিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃর্ক নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নিয়োগকালে বয়সসীমার শিথিলকরণের বিষয়টি নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।
* নার্সিং পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরে রুপান্তরকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব মাতৃদৃগ্ধ দিবস উপলক্ষে ১০,০০০ (দশ হাজার) সিনিয়র ষ্টাফ নার্স নিয়োগ/পদসৃষ্টির সম্পর্কে ঘোষণা দেন এবং নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া সেবা পরিদপ্তরের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে ০৫ অর্থ বছরে সৃজনযোগ্য মোট ২৯৯৬টি (দুই হাজার নয়শত ছিয়ানববই)’’ মিডওয়াইফ পদের মধ্যে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ৬০০ (ছয়শত) টি মিডওয়াইফদের পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজিত পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ/পদায়নের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।
* নার্সিং শিক্ষায় সম্প্রসারণে সরকারি নর্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানে বিএসসি ইন নার্সিং ও পোষ্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালুর জন্য আরো ০৬টি বেসরকারি নার্সিং কলেজ এবং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স চালুর জন্য ২৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন/পরিচালনার প্রস্তাব অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন। কাশিমপুর, গাজীপুরে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে নার্সিং কলেজ ০৮ই এপ্রিল/২০১৫ তারিখে ১ম বর্ষের শিক্ষা কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী ঘোষণা করেন।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* সেবা পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণসহ প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃষ্টি করা হবে।
* সিনিয়র ষ্টাফ নার্স পদে যথাশীঘ্র অন্যুন ৫০০০ নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
* বিদ্যমান সিনিয়র ষ্টাফ নার্সদের মধ্য থেকে ৬ মাস মেয়াদি মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মিডওয়াইফারি তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
* ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন ও ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইকারি কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
* দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ৩০০০ মিডওয়াইফ এর পদ গ্রহণ করা হবে এবং উক্ত পদসমূহে ক্রমান্বয়ে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

আইন অধিশাখার কার্যাবলি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত রিট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগ, প্রশাসনিক ও আপীলেট ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদন করে আইন অধিশাখা। সরকারের পক্ষে মামলা/আপীল দায়ের এবং মামলার জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং শাখা খেকে জবাব সংগ্রহ করে আদালত, আ্যাটর্নী জেনারেল অফিস, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক সকল আইনি প্রক্রিয়া নিস্পন্ন করে থাকে এই অধিশাখা।

আইন অধিশাখার ২০১৪-২০১৫ সালের প্রাপ্ত মামলার তালিকা গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| মাসের নাম | প্রাপ্ত মামলা সংখ্যা  রিট/ প্রশাসনিক/অন্যান্য | অধিশাখা হতে গৃহীত ব্যবস্থা | বিবেচ্য মাসের নিষ্পত্তি | অপেক্ষমান |
| জূলাই,২০১৪ | ৪৫ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৪৫ | নাই |
| আগষ্ট, ২০১৪ | ৪০ | সংশ্লিষ্টদপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৪০ | নাই |
| সেপ্টেম্বর,২০১৪ | ৩৪ | সংশ্লিষ্টট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩৪ | নাই |
| অক্টোবর ,২০১৪ | ৩০ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩০ | নাই |
| নভেম্বার,২০১৪ | ৩২ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩২ | নাই |
| ডিসেম্বর, ২০১৪ | ৩৫ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩৫ | নাই |
| জানুয়ারী, ২০১৫ | ২০ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ২০ | নাই |
| ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ | ৪২ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৪২ | নাই |
| মার্চ,২০১৫ | ২৯ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ২৯ | নাই |
| এপ্রিল,২০১৫ | ৩৬ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩৬ | নাই |
| মে, ২০১৫ | ৩৪ | সংশ্লিষ্টট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩৪ | নাই |
| জুন, ২০১৫ | ৪০ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। | ৪০ | নাই |

আইন অধিশাখার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

* অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগপূর্বক মামলাসমূহের বিষয়ে হাল নাগাদ তথ্য সংগ্রহপূর্বক সকল মামলা সমূহের ডাটা বেইজ তৈরী করা হবে।
* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে মামলাসমূহের তথ্যাবলি সংরক্ষণ করা হবে।

**৩. পরিবার কল্যাণ অনুবিভাগ:**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম অনুবিভাগ পরিবার কল্যাণ অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে রয়েছেন যুগ্মসচিব (পরিবার পরিকল্পনা)। তিনি পরিবার কল্যাণ-১ অধিশাখা এবং পরিবার কল্যাণ-২ অধিশাখার কার্যক্রম তদারকি ও পরিচালনা করেন।।

কার্যপরিধিঃ

* পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাংগঠনিক ও চাকুরি কাঠামো পর্যালোচনা এবং কার্যোপযোগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধি সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদায়নসহ কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা (Career Planning) বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধান সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
* পরিবার কল্যাণ খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
* কর্মসূচি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শুল্ক/ফি/ফ্রেইট/রেয়াতের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংগে সমন্বয় সাধন;
* ইউএনএফপিএ ও পিপিডি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
* জাতীয় জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন কার্যাবলি;
* জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;
* জাতীয় জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্র্র্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির সংগে সমন্বয় সাধন;
* বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস) এর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
* জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট), মোহাম্মদপুর জন উর্বরতা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রযু্ক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারপার্ট) এর প্রশাসনিক কার্যাবলিসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
* বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস সংক্রান্ত কার্যাবলি;
* অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চতকরণ;
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, বেতন নির্ধারণ, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদানসহ সকল প্রশাসনিক কার্যাবলি।

**পরিবার কল্যাণ -১ অধিশাখা**

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের পদ পূরণের জন্য ৫২৯৪টি পদের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং আজিমপুর মাতৃ সদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৩টি শুন্য পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে
* ১৯৯৪ সালে Partners in Population and Development (PPD) আন্ত:সরকারীয় সংস্থার সদর দপ্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজস্ব ভবন না থাকায় বাংলাদেশ সরকার পিপিডিকে ১.৬৪ শতাংশ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর জমি নামমাত্র মূল্যে প্রদান করেছে। ঢাকায় উক্ত জমিতে পিপিডির ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন প্রশিক্ষণার্থী পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের মাসিক প্রশিক্ষণ ভাতা ৪০০০/- হতে বৃদ্ধি করে ৬০০০/- নির্ধারণ করা হয়েছে।
* ১১ জুলাই ২০১৪ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‌্যালী, সমাবেশ, ব্যানার, ফেস্টুন, সমাবেশ, পুরস্কার, প্রতিপাদ্য মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচার, স্মরণিকা প্রকাশ, আলোচনা সভা ইত্যাদি করা হয়েছে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৪ এর প্রতিপাদ্য ছিল-"Vulnerable populations in Emergencies" বাংলায় যার ভাবান্তর "নারী ও শিশু সবার আগে,বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে"।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের চাকুরিরত/পিআরএলরত মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ যাচাই/বাছাই করা হয়েছে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৬৭ টি সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা -এর (২য় শ্রেণি) স্থায়ী পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৩০ জন সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন টেমোর আঞ্চলিক পণ্যাগারে ৬০৬ জন আনসার/ভিডিপি সদস্য নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

**ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ**

* পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

**পরিবার কল্যাণ -২ অধিশাখা**

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালকসহ বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের শূন্য পদ নিরুপণ, নিয়োগ, শিক্ষানবিসী তদারকি, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় পরীক্ষা, চাকুরি স্থায়ীকরণ, সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি প্রদান, ছুটি, লিয়েন, বিদেশ ভ্রমণ, প্রেষণ, অবসর প্রদান ও চাকরিতে ইস্তফাসহ চাকরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখা থেকে সম্পাদিত হয়। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনস্থ ক্যাডার বহির্ভূত সকল গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, লিয়েন, বিদেশ ভ্রমণ, প্রেষণ ও অবসর প্রদানসহ চাকরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলিঃ**

* মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্পোটের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের পর গত ২৫.০৫.২০১৫ তারিখে গেজেট আকারে জারি করা হয়েছে।
* ৫৩৫টি চিকিৎসক কর্মকর্তার শূণ্য পদ পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ১৬/০৮/২০১৫ খ্রি: তারিখ হতে মৌখিক পরীক্ষা আরম্ভ হবে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন এমআইএস ইউনিটকে শক্তিশালী করার জন্য ২৩/০৯/২০১৪ তারিখে ১ম শ্রেনীর ০৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং উক্ত ০৫ টি পদসহ মোট ১৫টি পদ পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
* বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) কর্মকর্তা পদে ১০/০৭/২০১৪ তারিখে ৬ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১১২০টি নন ক্যাডার চিকিৎসকের পদ ১৪/০৮/২০১৪ তারিখে ও ২৫০টি নন ক্যাডার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার পদ ২১/০৪/২০১৪ তারিখে ক্যাডারভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তা অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
* ০৩/০৮/২০১৪ তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১০৩ জন চিকিৎসক কর্মকর্তার সিলেকশনগ্রেডের তারিখ পরিবর্তন, নিপোর্টের ৫ জন কর্মকর্তা ও ৯ জন কর্মচারিকে সিলেকশনগ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন নিয়োগবিধি অনুমোদন ও জারি করা হবে।
* মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করা হবে।
* সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগনকে পদোন্নতি প্রদান এবং অধিদপ্তরের শুন্য পদসমূহ পূরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হবে।

**৪. জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অনুবিভাগ জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) এর তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ১, ২, ৩ নামে তিনটি অধিশাখা রয়েছে। এছাড়া বিশ্বস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা এবং এর আওতায় বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা রয়েছে। এছাড়া এ অনুবিভাগে রয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা।

**কার্যপরিধিঃ**

* ঔষধ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ।
* এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানির পরিচালনাসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি।
* সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ।
* সার্ক কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।
* বায়োসেফটি, বায়োডাইভারসিটি, বায়োটেকনোলোজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।
* বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প (সমাপ্ত) এবং জাতীয় পুষ্টি সার্ভিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলি এবং বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।
* ব্রেস্টফিডিংকর্মসূচি, ভিটামিন এ, আয়োডিন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ভেজালমুক্ত খাদ্য ইত্যাদিসহ Nutrition Fortification সংক্রান্ত নীতিমালা/আইন/বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।
* শিশু স্বাস্থ্য, ইমিউনাইজেশন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণঃ- ক) ইপিআই খ) ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস ও হেপাটাইটিস-বি গ) আইএমসিআই ঘ) বিসিসি ও আইইসি স্ট্র্যাটেজি ঙ) ইনজেকশন সেফটি চ) গ্যাভি এবং ছ) এআরআই
* মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি।
* সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ (ক) পরিবেশগত স্বাস্থ্য (খ) ম্যালেরিয়া (গ) এনথ্রাক্স (ঘ) ডেঙ্গু (ঙ) সার্স (চ) তামাক নিয়ন্ত্রণ (ছ) আর্সেনিক (জ) টিবি (ঝ) ফাইলেরিয়াসিস (ঞ) কৃমি নিধন (ট) অন্যান্য Emerging & Re-emerging Diseases এবং (ঠ) ডায়রিয়ার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম।
* নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, এইচআইভি/এইডস, এসটিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম।
* ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ও কপিরাইট সংক্রান্ত কার্যাবলি।
* বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বি-বার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম।
* Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং WHO এর অর্থায়নে পরিচালিত Survey সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি।
* স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন সুপারিশ, প্রস্তাব ও প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ।
* অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা নিরসন সংক্রান্ত সকল কার্যাদি।

**জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখাঃ**

ঔষধ সংক্রান্ত আইন–বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি এবং ঔষধের মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণসহ ঔষধ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যাদি জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং ভেষজ বিকল্প চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রমও এই অধিশাখার আওতাভুক্ত।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* **গত ২৩/০২/২০১২ খ্রি: তারিখ থেকে কার্যকরী, সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড এর ০৩ (তিন) বছর কার্যকালের মেয়াদ ২২/০২/২০১৫ খ্রি: তারিখে শেষ হওয়ায় “দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স ১৯৮৩” এর ৪(১)(এ), (বি), (সি), (ডি) ও ১৫(৪) ধারা মোতাবেক ১৫/০৫/২০১৫ খ্রি: তারিখে “বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড” পুন:গঠন করা হয়েছে।**
* ordinations Committee **অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কমিটিদ্বয় খসড়া** GCP **প্রণয়ন করেছে। খসড়া** GCP **বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত চাওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু মতামত পাওয়া গেছে। এছাড়াও খসড়া ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গাইডলাইন বিষয়ে সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য ই-মেইল ঠিকানায় মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।**
* গত ৩১/০৫/২০১৫ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ২১(৩) ধারা মোতাবেক “পরীক্ষা পর্ষদ” গঠন করা হয়েছে।
* গত ১১/০৬/২০১৫ খ্রি: তারিখ থেকে কক্সবাজার জেনারেল হাসপাতাল এবং টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা ব্যাহত না করে হাসপাতালের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে স্বাভাবিক কর্মঘন্টার পরে কমপ্লেক্স দুইটিতে Handicap International কর্তৃক থেরাপি কার্যক্রম চালু করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
* ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ঔষধ আইন, ২০১৪ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের থেকে মতামত পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত মতামত তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সমৃদ্ধ খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
* হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত পাওয়া গিয়েছে। মতামতের ভিত্তিতে গত ৩১/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন, ২০১৩ এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
* “বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন-২০১৪” এর খসড়ার বিষয়ে গত ৩০/০১/২০১৪ খ্রি: তারিখের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইউনানী-আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির ডিগ্রী-ডিপ্লোমা এবং ট্রেডিশনাল হিলার নেতৃবৃন্দের ঐক্যমতের ভিত্তিতে “বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন-২০১৪” এর খসড়া অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। “বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন-২০১৪” মূল আইনের সাথে প্রস্তাবিত আইনের তুলনামূলক উপস্থাপনসহ প্রস্তাবিত সুপারিশের বিষয়ে গত ০১/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম চলমান আছে।
* “সরকারি হোমিওপ্যাথি ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল (কর্মকতা/কর্মচারি) নিয়োগবিধিমালা’ ২০১৫” প্রণয়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপকমিটি এবং সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হওয়ায় গত ০১/০৬/২০১৫ খ্রি: তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
* “সরকারী হোমিওপ্যাথি ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল (কর্মকতা/কর্মচারি) নিয়োগবিধিমালা’ ২০১৫” প্রণয়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপকমিটি এবং সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হওয়ায় গত ০১/০৬/২০১৫ খ্রি: তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
* ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর প্রাথমিক যাচাই বাছাই করে জাতীয় ঔষধ নীতি’ ২০১৫ এর একটি খসড়ার উপর স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে বৃহত্তর পরিসরে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়েছে। সভায় প্রাপ্ত মতামত ও নির্শেনার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যাদি অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন, ওয়েবসাইটের উন্নয়ন এবং ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনে ও বিপণন-উত্তর নজরদারি বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া এ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা সকল তথ্য সমন্বয়ে PDS সৃষ্টি করা হবে।
* দেশে ঔষধ উৎপাদন-রপ্তানি-বিতরণ-বিক্রয় ও মান নিয়ন্ত্রণের সব পর্যায়ে যথার্থতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে মাঠ পর্যায়ে নতুন অফিস স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
* ঔষধ নীতিমালা জারিকরণ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা নির্ধারনের বিষয়াদি চূড়ান্ত করা হবে।
* দেশে ঔষধের বিরুপ প্রতিক্রিয়া রোধে মনিটরিং সেলের কার্যক্রম জোরদার করা হবে। মাঠ পর্যায়ে অধিদপ্তর কর্তৃক ঔষধ কোম্পানী পরিদর্শনে গৃহীত কার্যক্রম মনিটর করা হবে।

**জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখাঃ**

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের জন্মের পর থেকে ৯ মাস বয়সের ৭টি রোগের যেমন: যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া , হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, পোলিওমাইলাইটিস ও হামের টিকা প্রদান এবং শিশুদের ৯ মাস পূর্ণ হলে হামের টিকার সাথে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর বিষয়ে সকল প্রকার নীতিনির্ধারণী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখার কাজ। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/আইপিএইচএন/এনএনএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষা, যোগযোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বার্তা জনসাধারণের অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)'র জন্য Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI)’র অর্থায়ন সংক্রান্ত আবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ এবং উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি, জাতীয় পুষ্টিনীতি এবং জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আইপিএইচএন/জাতীয় পুষ্টি পরিষদ/এনএনএস এর মাধ্যমে সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলির সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান করাও এই অধিশাখার কাজ। জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৫ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত অবস্থায় রয়েছে।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে ইপিআই এর সকল কর্মসূচিতে সংযোজিত হয়েছে নতুন ভ্যাকসিন (পিসিডি ও আইপিডি)। ২০১৫ সালের ২১ শে মার্চ থেকে ইপিআই কর্মসূচিতে শিশুদের প্রদত্ত নয়টি রোগের টিকার সাথে সংযুক্ত হয় নতুন ভ্যাকসিন পিসিডি এবং আইপিজি। কভারেজ ইভালুয়েশন-২০১৪ সালে ইউনিসেফ-এর সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।
* ১-৭ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস পালন করা হয়েছে।
* গত ২৫.০৪.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ থেকে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব নির্মূল এবং অপুষ্টিজনিত শিশুমৃত্যু প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে দেশে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের তত্বাবধানে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী সকল শিশুকে একটি করে নীল রঙ্গের এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুকে একটি করে লাল রঙ্গের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। এসময় সারাদেশে ৬ মাস বয়সী শিশুদেরকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে পুষ্টি বার্তা প্রচার করা হয়।

**ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ**

* মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৫ এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত পুনগর্ঠিত জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কর্মপরিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা :**

জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি, সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিবেশগত স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়া, এনথ্রাক্স, ডেঙ্গু, সার্স, তামাক নিয়ন্ত্রণ, টিবি, ফাইলেরিয়াসিস, কৃমি নিধন ও অন্যান্য উদ্ভূত রোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম, পেশাগহত স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্যানিটেশন সংক্রান্ত কাজ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, বিধি প্রণয়ন-সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* ‘‘সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন-২০১৪’’ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়া চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
* মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০১৫ চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং/মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত মন্ত্রণালয় হতে এ খসড়া বিধিমালার উপর ভেটিং/মতামত পাওয়া গেছে। বর্তমানে উক্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
* দেশের ইবোলা ভাইরাস এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন-(১) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি গঠন, কমিটি কর্তৃক ৯০দিন পর্যন্ত সর্তকতামূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (২) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ২০ বেডের একটি আলাদা ওয়ার্ড সংরক্ষণ (৩) আক্রান্ত দেশ হতে আগত যাত্রীদের বিমান বন্দরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সিভিল এ্যাভিয়েশন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ (৪) বিমান বন্দরে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protection Equipment) ও সার্বক্ষণিক এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা এবং (৫) সকল স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদাভাবে মেডিকেল টিম গঠন করা ইত্যাদিসহ বিবিধ কার্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে।
* আইসিডিডিআর,বি আইন, ২০১৫ এর খসড়া (বাংলা ও ইংরেজী) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে খসড়া চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
* দেশে মার্স ভাইরাস এর সংক্রমন প্রতিরোধে সতর্কতামূলক/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেমন-মার্স-করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক তথ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রিনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচার করা হয়েছে। বিভিন্ন বন্দর হতে উট প্রবেশ মুখেই পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ সৌদি আরব থেকে প্রত্যাগত যাত্রীদের বিমানের মধ্যে মার্স-করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য তথ্য কার্ড বিলি করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
* প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৪ সনেও দেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালনে সহায়ক হিসাবে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম অফিসের সাথে এ অধিশাখা কাজ করে।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* চলমান খসড়া আইনসমূহ চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
* পেশাগত স্বাস্থ্য কর্মসূচি বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**বিশ্বস্বাস্থ্য- ১ শাখাঃ**

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের বিদেশে সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে এই অধিশাখা।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* বিশ্বস্বাস্থ্য-১ শাখা হতে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৭৮৬ জন কর্মকর্তার অনুকূলে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য জি.ও জারি করা হয়েছে (এর মধ্যে ডাক্তার-৪৫১, ‌নার্স-২৩০ ও এ মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ১১৫ জন)।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটা বেইজ তৈরী ও ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামীতে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটা-বেইজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।
* বিদেশ প্রশিক্ষণসমূহ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণের গুণগত মান সমুন্নত রাখা এবং যথাযথ কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করার লক্ষ্যে প্রতি অর্থ বছরে একটি বিদেশ প্রশিক্ষণ পঞ্জী বা ট্রেনিং ক্যালেন্ডার তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে।
* বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল আদেশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

**বিশ্বস্বাস্থ্য- ২ অধিশাখা :**

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বিবার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।িএই অধিশাখার অধীনে একটি শাখা রয়েছে। এছাড়া এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে দেশে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার-সভা-কর্মশালা আয়োজন, দেশি ও বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ, Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং Health Matrics Network (HMN) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* + গত ০৮-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে ঢাকায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় (SEARO) ৬৭তম অধিবেশন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের ৩২তম সভা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ উক্ত অনুষ্ঠানদ্বয়ের শুভ উদ্বোধনী (Joint Inauguration) ঘোষণা করেন।
  + বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের ৩২তম সভায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে চিহ্নিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্য সকলে একসাথে কাজ করার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের সম্মতিক্রমে Vector-borne Disease সংক্রান্ত ‘ঢাকা ডিক্লারেশন’ গৃহীত হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক অফিস জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম বিশেষভাবে ‘অটিজম’ বিষয়ক কার্যক্রমের উপর বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ড. সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের অন্যন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ‘‘পাবলিক হেলথ এক্রিলেন্স্’’ পুরস্কারের জন্য তাঁকে মনোনীত করেন এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ উক্ত পুরস্কার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক, ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিং, তাঁর হাতে প্রদান করেন। এই সভাগুলো বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সফলভাবে সম্পন্ন করে।
  + ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৩ চূড়ান্ত গেজেট আকারে ১৯ ই মার্চ ২০১৫ তারিখ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিধি কার্যকর হওয়ায় সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর হতে উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উলিস্নখিত সতর্কবাণী এবং সংশিস্নষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করতে হবে।
  + (WHO) এর সাহায্যপুষ্ট দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Biennium Programme) পরিচালনা করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় ৪৯ টি স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ম্যানেজারের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে।
  + বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসকরণে Bloomberg Initiative এর অনুদানে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার অংশ হিসেবে সংশোধনকৃত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়নের উপর প্রায় সকল জেলায় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের উপর কমপক্ষে একটি করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
  + ০৭ ই এপ্রিল ২০১৫ তারিখ বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস অত্যমত্ম জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্যাপন করা হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল-‘নিরাপদ পুষ্টিকর খাবার-সুস্থ জীবনের অঙ্গীকার’।
  + ২৮ মে ২০১৫ তারিখ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস যথাযথভাবে উদযাপন করা হয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ২০১৪ -এর প্রতিপাদ্য বিষয় ‘প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত, প্রতিটি প্রসব হোক নিরাপদ’।
  + ৩১ মে ২০১৫ তারিখ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস যথাযথভাবে উদযাপন করা হয়েছে। প্রতিপাদ্য বিষয় ‘ তামাকজাত পণ্যেও অবৈধ ব্যবস্যা বন্ধকর’।
  + বাংলাদেশে TB, AIDS & Malaria প্রতিরোধে গেস্নাবাল ফান্ডের কার্যক্রমে সার্বিক সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে।

**অটিজম সেল**

গত ০৪.০৩.২০১৫ তারিখে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা নিরসন সম্পর্কিত কার্যাদি দ্রুততার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য বিশ্বস্বাস্থ্য)-কে আহবায়ক করে ‘অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল’ সাময়িকভাবে গঠন করা হয়। এই সেল এ সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং টেকনিক্যাল গাইডেন্স কমিটির সার্বিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন, আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থা/সংগঠনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে এই সেল।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে “Establishment of Institute of Pediatric Neuro-disorder and Autism in BSMMU” নামক ২২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশিন কর্তৃক ১৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭/১২/২০১৪ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়।
* নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন,২০১৩ এর ১৭ (ণ) ধারার বিধান অনুযায়ী নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ডের বিগত ১ম ও ২য় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতালসমূহে নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত একটি পৃথক ইউনিট বা ওয়ার্ড নির্দিষ্টকরণের জন্য আদেশ জারি করা হয়েছে।
* অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ সকল ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা প্রদান, সহানুভূতি বিবেচনা ও সত্ত্বর টিকেট প্রদান (লাইনে দাঁড়ানো ব্যতিরেকে) একজন নির্ধারিত সেবা প্রদানকারী রাখার জন্য প্রত্যেক হাসপাতালের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক, সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় চিকিৎসার প্রকারভেদ অনুযায়ী ওয়ার্ডে এ সকল ব্যক্তিদের জন্য বিছানা বরাদ্দ করতে হবে যেন ভর্তি প্রতিবন্ধী রোগী ফেরত না যায়।
* এবারই প্রথম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর উদ্যেগে ২ এপ্রিল, ২০১৫ ৮ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে উদযাপিত হয়। বিশেষায়িত হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখ সন্ধ্যায় নীল বাতি প্রজ্জ্বলনসহ আলোচনা এবং র‌্যালির আয়োজন করা হয়।
* বিগত বছরের ন্যায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মে, ২০১৫ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৬৮তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনেও WHO’র কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের সহায়তায় “Autism spectrum disorders-from resolution to global action” নামক একটি Side Event এর আয়োজন করেছে। অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন উক্ত Side Event এর keynote speaker ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ছাড়াও ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। উক্ত Side Event উপলক্ষে প্রকাশিত একটি booklet উপস্থিত deligate দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

**৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগঃ**

*এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের আওতায় যুগ্মসচিব (প্রবা) কর্মরত আছেন। তাঁর নিয়ন্ত্রণে* প্রকল্প বাস্তবায়ন-১, প্রকল্প বাস্তবায়ন-২, প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩ অধিশাখা পরিচালিত হয়। এছাড়া এ অনুবিভাগে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, অডিট অধিশাখা এবং বাজেট অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত *হচ্ছে।*

**কর্মপরিধিঃ**

* স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকুরি ব্যবস্থাপনাসহ এই খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি।
* স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম।
* মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতের অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
* মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেনশন ও অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরি এবং কর্মচারিদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলি।
* পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব বরাদ্দ ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম; সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। ত্রিপক্ষীয় অডিট সাব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
* প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান।
* MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
* স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি।
* স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
* প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ছুটি ও প্রেষণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা।
* আইডিএ ঋণ চুক্তির ভিত্তিতে বিশেষ হিসাব পরিচালনা এবং লাইন ডাইরেক্টরগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ হিসাব (CONTASA, DOSA, Forex Account etc.) হতে নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, অর্থ সমন্বয় এবং হিসাব সামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
* বৈদেশিক সাহায্যের স্থানীয় খরচের অর্থ আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ সংস্থার নিকট হতে পুনর্ভরণের কার্যাবলি এবং পুনর্ভরণ দাবি ও প্রাপ্তির কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয়ের পরবর্তি পুনর্ভরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
* ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার নিরীক্ষা দল/প্রতিনিধির নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন এবং সাহায্য প্রাপ্তির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
* আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম।
* মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ অডিট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম।
* বিশ্বব্যাংক চিহ্নিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম এবং ঋণ চুক্তির অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।
* মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

**আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রকল্প অর্থ কোষ (পিএফসি) সৃষ্টি করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে পিএফসি-কে ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং ইউনিট(এমএইউ) এ রুপান্নরিত করা হয়। পরবর্তীতে এমএইউ-কে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট (এফএমএইউ) হিসেবে সৃজন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের HPNSDP কর্মসূচিভূক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্যে *২০১১-১৬* মেয়াদে ’’Improved Financial Managment(IFM)’’ অপারেশনাল প্লান হতে উন্নয়ন খাতে প্রতিশ্রতি বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা (Fund Managment), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন ও সমন্বয় এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা দপ্তর/পরিদপ্তরের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। একজন যুগ্মসচিব এই ইউনিটের কার্যাদি পরিচালনা করছেন।

**২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* *তহবিল ব্যবস্থাপনা (*Fund Managment):২০১৪-১৫ অর্থ বছরে IFM অপারেশনাল প্লানের আওতায় উন্নয়ন সহযোগীর প্রদত্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা ও আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমে অধিকতর গতিসঞ্চার হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে Outsourcing এর মাধ্যমে নিয়োজিত ২০ জন জনবল কর্তৃক সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ইত্যাদি HPNSDP কর্মসূচির ৩২টি অপারেশনাল প্লানের Advance forecast, Reimbursement কার্যক্রমে দীর্ঘসুত্রতা আশানুরুপ কমে এসেছে। উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত তহবিল প্রাপ্তির জন্য online IUFR প্রণয়ন, FOREX হিসাবে অগ্রিম অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করণ এবং সিজিএ চ্যানেলে যথাসময়ে সরকারি হিসাবে অর্থ স্থানান্তরকরণ সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, লাইন ডাইরেক্টর ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ, সমন্বয়, মনিটরিং কার্যক্রম মসৃন ও গতিশীল হয়েছে।
* ***অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনঃ*** সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা দপ্তর / পরিদপ্তরের উন্নয়ন খাতে জুন *২০১৫* সাল পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৫৭ টি। এ অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যে *২০১৪-১৫*অর্থ বছরে ৮৯ টি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। যার জড়িত টাকার পরিমান প্রায় ২২২৯৯.৮০ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় সভা ও নিরীক্ষা দপ্তরের সাথে সমন্বয় অব্যহত রয়েছে। সেক্টর কর্মসূচীর আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চলমান সেক্টর কর্মসূচির অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করনের নিমিত্তে Out Sourced অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করার ফলে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা কমে আসছে।
* ***প্রশিক্ষণঃ*** Improved Financial Management (IFM) অপারেশনাল প্লানের আওতায় এফএমএইউ কর্তৃক *২০১৪-১৫*অর্থ বছরে ২৫০ জন আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং ৫ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া IFM অপারেশনাল প্লানের বরাদ্দ সংস্থান হতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ৫৭৭ জন হিসাব সংশ্লিষ্ট এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ১৭৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারিকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা/পিপিআর/নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণে ‘‘Asset Management & Tracking System’’ Software প্রস্ত্ততির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

* HPNSDP কর্মসূচিতে ঋণ চুক্তির শর্তানুযায়ী উন্নয়ন সহযোগী/সংস্থার তহবিল প্রাপ্তি নিশ্চিত করণ; অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রমের জন্য জনবল নিয়োগ করা হবে।
* সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা দপ্তর/পরিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির কার্যক্রমে সমন্বয় জোরদার এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা আপত্তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোর অডিট টীম কর্তৃক প্রতিকারমূলক নিরীক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে ।
* সমাপ্ত অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য Out Sourcing-এর মাধ্যমে তৃতীয় দফায় CA Firm নিয়োগ করা হবে।

**প্রকল্প বাস্তবায়ন -১ অধিশাখাঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ শাখা থেকে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে।

**২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* **চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প/অপারেশনাল প্ল্যান সমূহের কার্যক্রম :** ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ শাখা হতে ০৫টি উন্নয়ন প্রকল্প ও এইচপিএনএসডিপি এর ১২টি অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। ০৫টি উন্নয়ন প্রকল্প হচ্ছে: (১) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প **(২)** ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ (১ম পর্যায়ে ১৫০ শয্যায়) (৩) Provision for Equipment and Professional Training for Ahsania Mission Cancer and General Hospital (৪) ইষ্টাবলিষ্টমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ এবং (৫) Establishment of Institute for Paediatric Neuro Disorder and Autism in BSMMU.
* **১২টি অপারেশনাল প্ল্যান নিম্নরুপ:**

১.মেটারনেল, নিওনেটাল চাইল্ড এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ

২. এসেনসিয়াল সার্ভিসেস ডেলিভারী

৩. কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল

৪. নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল

৫. ন্যাশনাল আই কেয়ার হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট

৬. হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট

৭.অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার

৮.ইন সার্ভিস ট্রেনিং

৯.প্রি-সার্ভিস এডুকেশন

১০. প্ল্যানিং মনিটরিং এন্ড রিসার্চ হেলথ

১১.এইচআইএস এন্ড ই-হেলথ

১২.প্রক্রিউরমেন্ট লজিসটিকস এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট

* সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের **বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম :** প্রবা-১ শাখা হতে নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের জুন/২০১৫ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম :

1. নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল নির্মাণ উন্নয়ন প্রকল্প ৭০টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর
2. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসুচি (ইপিআই) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প ৪০টি রাজস্বখাতে স্থানান্তর
3. মেডিকেল কলেজ সমূহের অধিকতর উন্নয়ন” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত
4. ০৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প ৩৫টি রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত
5. ০৫টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন (দিনাজপুর, শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ বগুড়া, খুলনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা) ও নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা

৬. ১০০ শয্যাবিশিষ্ট বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উন্নীতকরণ

৭. রংপুর হারাগাছায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন

৮. এডিবি সাহায্যপূষ্ট ২য় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা

৯. দহগ্রাম আংগরপোতা ছিট মহলে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন

১০. ঢাকায় একটি জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় পর্ব)

১১. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট বার্ণ ইউনিট স্থাপন

১২. পঙ্গু হাসপাতালের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী।

**ভবিষ্যত পরিকল্পনা:**

* HPNSDP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা।
* সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ী করার কাজসমূহ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্প ও অপারেশন প্লানের কার্যক্রম তদারকি।

**প্রকল্প বাস্তবায়ন -২ অধিশাখাঃ**

প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখার আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। এছাড়া বিভাজন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ শাখা থেকে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরী নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ শাখা থেকে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরুপঃ

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ শাখা হতে এইচপিএনএসডিপি’র আওতায় অপারেশনাল প্ল্যান, বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থছাড় ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পদসংরক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এইচপিএনএসডিপি’র আওতাধীন অপারেশনাল প্ল্যান, বিনিয়োগ প্রকল্প ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:
* উন্নয়ন প্রকল্প :

(১) ম্যাটারনাল,চাইল্ড,রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ্

(২) প্ল্যানিং,মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং

(৩) ম্যানেজমেন্ট ইনফরশেন সিষ্টেম

(৪) সংগ্রহ, ভান্ডার ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

(৫) ইনফরমেশন এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন

(৬) ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস্ ডেলিভারী প্রোগ্রাম

(৭) ট্রেনিং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট-(টিআরডি), নিপোর্ট

(৮) পরিবার পরিকল্পনা ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রাম

(৯) ন্যাশনাল নিউট্রেশন সার্ভিসেস-(এনএনএস),

(১০)‌ ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম,

* বিনিয়োগ প্রকল্প :

(১) এষ্টাবিলিসমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (২) Establishment of National Institute of Digestive Diesese,Research and Hospital.

(৩) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।

(৪) শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।

(৫) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুষ্টিয়া।

* সমাপ্ত প্রকল্প :

(১) বিদ্যমান ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী,ঢাকা।

(২) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কিডিনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি,ঢাকা।

(৩) ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি,ঢাকা।

(৪) খাবার স্যালাইন উৎপাদন ও বিতরণ সেল,ঢাকা।

(৫) বাংলাদেশ যৌণ রোগসমূহের বিস্তার,প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ,ঢাকা।

(৬) জাতীয় মানসি স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট,ঢাকা।

(৭) জাতীয় মানসি স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট,পাবনা।

(৮) উল্লাপাড়া-(সিরাজগঞ্জ) ২০-(বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল,সিরাজগঞ্জ।

(৯) পরিবার স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি,ঢাকা।

(১০) কীট পতঙ্গ বাহিত রোগসমূহের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা,ঢাকা।

(১১) বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল,ঢাকা।

* **চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যান সমূহের পদসংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :**

(১) ম্যাটারনাল,চাইল্ড,রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ্ এর ৭৭ (সাতাত্তর) টি পদ সংরক্ষণ।

(২) প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর ০৮ (আট) টি পদ সংরক্ষ

(৩) ম্যানেজমেন্ট ইনফরশেন সিষ্টেম এর ৩৪ (চৌত্রিশ) টি পদ সংরক্ষণ।

(৪) সংগ্রহ, ভান্ডার ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এর ৫৯ (ঊনষাট) টি পদ সংরক্ষণ।

(৫) ইনফরমেশন এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন এর ১০৫ (একশত পাঁচ) টি পদ সংরক্ষণ।

(৬) ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস্ ডেলিভারী প্রোগ্রাম এর ০৮ (আট) টি পদ সংরক্ষণ।

(৭) ন্যাশনাল নিউট্রেশন সার্ভিসেস এর ৫১ (একান্ন) টি পদ সংরক্ষণ।

* সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের **বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম :**
* প্রবা-২ শাখা হতে সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরী নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিগত অর্থবছর গুলিতে ১১ (এগার)টি প্রকল্পের পদ অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০৯ (নয়)টি সমাপ্ত প্রকল্পের পদ সংরক্ষণের কাজ করা হয়েছে। প্রকল্প ০৯ (নয়) টি নিম্নরুপঃ

(১) বিদ্যমান ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী,ঢাকা।

(২) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কিডিনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি,ঢাকা।

(৩) খাবার স্যালাইন উৎপাদন ও বিতরণ সেল,ঢাকা।

(৪) বাংলাদেশ যৌণ রোগসমূহের বিস্তার,প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ,ঢাকা।

(৫) জাতীয় মানসি স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট,ঢাকা।

(৬) জাতীয় মানসি স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট,পাবনা।

(৭) উল্লাপাড়া-(সিরাজগঞ্জ) ২০-(বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল,সিরাজগঞ্জ।

(৮) পরিবার স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি,ঢাকা।

(৯) কীট পতঙ্গ বাহিত রোগসমূহের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, ঢাকা।

**ভবিষ্যত পরিকল্পনা:**

* HPNSDP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;
* সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ী করার কাজসমূহ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা।

**প্রকল্প বাস্তবায়ন -৩ অধিশাখাঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩ অধিশাখার আওতায় বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ, এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* **চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প/অপারেশনাল প্ল্যান সমূহের কার্যক্রম :**
* ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩ অধিশাখা হতে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প ও এইচপিএনএসডিপি এর ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সব উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে ঊল্লেখযোগ্য প্রকল্প হচ্ছে:
* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণতকরণ (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) প্রকল্প**।**
* রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প;
* শেখ ফজিলাতুনন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন গোপালগঞ্জ প্রকল্প; প্রকল্পটি জুন ২০১৫-এ সমাপ্ত হয়েছে)।
* **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণতকরণ (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) শীর্ষক** প্রকল্পেরজুন/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:
* ৫তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক OPD ভবন নির্মাণ এবং ৫তলা কেবিন ব্লককে ১১ তলা পর্যন্ত উর্ধমুখী সম্প্রসারণ;
* একটি অত্যাধুনিক কনভেনসন সেন্টার (নির্মানাধীন)।
* **রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের** জুন/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছেঃ জুন/২০১৫ পর্যন্ত সারা দেশে ১৩,৩০১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয়েছে এবং ১২,৯০৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে;
* জুন ২০১৫ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সারাদেশে মোট ৪০.৭ কোটি ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ৮৫ লক্ষ রোগীকে ঊন্নত চিকিৎসার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে;
* সারাদেশে ৯৪৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালিত হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ১৫১৭৭টি নিরাপদ প্রসব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
* কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহে ২০০৯-২০১৪ সময়ে মোট ৬৪৯.৭১ কোটি টাকার ৩০ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
* কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় প্রকল্পের কার্যাদি Community Based Health Care অপারেশনাল প্ল্যান থেকে সম্পাদিত হচেছ;
* **চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যান সমূহের পদসংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:**

1. Establishment of National Centre for Cervical and Breast Cancer Screening and Training at BSMMU **প্রকল্পের** ৩৫টি পদ সংরক্ষণ।
2. ইমপ্রুভড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেণ্ট অপারেশনাল প্ল্যানের ১৫টি পদ সংরক্ষণ।
3. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেণ্ট, (এইচআরএম) অপারেশনাল প্ল্যানের ১২টি পদ সংরক্ষণ।
4. হেলথ ইকনোমিক্স এন্ড ফাইনান্সিং অপারেশনাল প্ল্যানের ১২টি পদ সংরক্ষণ।

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহেরবিষয়ে সম্পাতি কার্যক্রমঃ

প্রবা-৩ অধিশাখা হতে সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরী নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিগত অর্থবছর গুলিতে ৭টি প্রকল্পের পদ অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩টি সমাপ্ত প্রকল্পের পদ সংরক্ষণের কাজ করা হয়েছে। প্রকল্প ৩টি নিম্নরুপঃ

১। ফুলগাজী ও গোদাগাড়ী উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৪৬টি পদ;

২। মাগুরা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৫৯টি পদ;

৩। নোয়াখালী জেলার চর আলগী ২০ শয্যা হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের ১০টি পদ।

**ভবিষ্যত পরিকল্পনা:**

* HPNSDP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;
* সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ী করার কাজসমূহ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা।



**বাজেট অধিশাখাঃ**

মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন, এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ, অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ, বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) এর সকল সভার ইনপুট ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্হার বাজেট ব্যবস্হাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে সভা আহবান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী ও এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্হাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে সভা আহবান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী ও এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত ৩৮২ টি পেনশন নিষ্পত্তিকরণও সম্পাদিত হয় এই অধিশাখা থেকে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১২০৭টি গৃহ নির্মান, ৩৯১টি গৃহ মেরামত, ৭১৪টি মটর সাইকেল অগ্রিম, ৭৮টি মটর গাড়ি অগ্রিম এবং ৯৫টি কম্পিউটার অগ্রিম বাবদ মঞ্জুরি প্রদান, মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ/চিকিৎসাজনিত অর্থ ছাড়করণের কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক সম্পাদন করা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীনদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নিয়োগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, নিজস্ব কোডে পুনঃ উপযোজন ইত্যাদি আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজও এই অধিশাখায় করা হয়।

**২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্হার ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন, এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ, অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ, বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন বাজেট অধিশাখা হতে সম্পাদন করা হয়েছে।
* বাজেট ব্যবস্হাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) এর সকল সভার ইনপুট ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণসহ স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্হার বাজেট ব্যবস্হাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল সভা আহবান করা হয়েছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী ও এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থছাড় করা হয়েছে।
* স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্হার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জুলাই ২০১৪ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত মোট ২৩৩টি পেনশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্হার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৫৭৮টি গৃহ নির্মাণ, ১৪০টি গৃহ মেরামত, ৩০৪টি মটর সাইকেল অগ্রিম, ১৪৫০টি মটর গাড়ি অগ্রিম এবং ১১২টি কম্পিউটার অগ্রিম বাবদ অর্থ বরাদ্দ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্হায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নিয়োগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, নিজস্ব কোডে পুনঃউপযোজন ইত্যাদি আর্থিক ব্যবস্হাপনার কাজও এই অধিশাখা হতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(অংকসমূহ হাজার টাকার)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **অর্থ বছর ২০১৪-১৫** | **বরাদ্দ** | **ব্যয় (জুলাই হতে ডিসেম্বর/১৪)** |
| (ক) রাজস্ব বাজেট | ৬৮২৭,০৩,০০ | ২৭৩০,৮১,২০ |
| (খ) উন্নয়ন বাজেট | ৪৩৪৯,২১,০০ | ৯৭,৩৬,৬৭ |
| **মোট** | ১১১৭৬,২৪,০০ | ২৮২৮,১৭,৮৭ |

উল্লেখযোগ্য খাতভিত্তিক বরাদ্দ (অনুন্নয়ন)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **খাত** | **২০১৪-১৫** | |
|  | বরাদ্দ | ব্যয় (জুলাই হতে ডিসেম্বর/১৪) |
| ৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণ | ২৪৭,২৬,৭৭ | ১৫,৩৬,০০ |
| ৬৮০০- সম্পদ সংগ্রহ | ৮৪৬,৮৪,২৫ | ৪১০,০০,০০ |
| **বেতন ভাতাদি** | | |
| ৪৫০০- কর্মকর্তাদের বেতন | ৭৫৮,৭৭,৫৪ | ৩৩৫,২৬,০০ |
| ৪৬০০- কর্মচারীদের বেতন | ১৩৫৭,৮৭,৭৮ | ৬০৪,৩০,৫০ |
| ৪৭০০- ভাতাদি | ২০৪৯,২৮,৭৩ | ৯৯০,৩৬,৩৫ |
| **মোট বেতন ভাতাদি** | ৪১৬৫,৯৪,০৫ | ১৯২৯,৯২,৮৫ |
| ৪৮০০- অন্যান্য পরিচালনা ব্যয় | ৩৬৪২,২৬,৭২ | ১২২৫,১০,৯০ |

উল্লেখযোগ্য খাতভিত্তিক বরাদ্দ (উন্নয়ন)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **খাত** | **২০১৪-১৫** | |
|  | বরাদ্দ | ব্যয় (জুলাই হতে ডিসেম্বর/১৪) |
| ৭০০০- নির্মাণ ও পূর্ত | ১০৪২,১৪,২৫ | ৩৩,০৯,৮৯ |
| ৪৯০০ মেরামত ও সংরক্ষণ | ১৮,৭৬,৭২ | ১৬০৭ |
| ৬৮০০- সম্পদ সংগ্রহ | ৬৯৫,৭৬,৭৫ | ৩০,২২,০৪ |
| **বেতন ভাতাদি** | | |
| ৪৫০০- কর্মকর্তাদের বেতন | ৭,৩০,৭৫ | ১৮৪২ |
| ৪৬০০- কর্মচারীদের বেতন | ৯৯,০৬,০৩ | ৩,৬৮,৭২ |
| ৪৭০০- ভাতাদি | ১০৭,৭২,৬৩ | ৪,৮৭,৭৪ |
| **মোট বেতন ভাতাদি** | ২১৪,০৯,৪১ | ৮,৭৪,৮৮ |
| ৪৮০০- অন্যান্য পরিচালনা ব্যয় | ২১৯৫,৯৩,৮৭ | ১৩,৮৯,৫৩ |

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক ব্যয়সীমার আলোকে যুক্তিসংগতভাবে বাজেট প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ।

**অডিট অধিশাখাঃ**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির অডিট বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত, আদেশ-নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় অডিট অধিশাখা থেকে। এই অধিশাখায় বার্ষিক অডিট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, নিরীক্ষা দল গঠন, নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন, জারিকরণ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক  নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
| সংখ্যা | টাকার পরিমান  (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমান  (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমান  (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। | ৯১ | ১০.৯৩ | ৬৫ | ২৫ | ৪.৪৯ | ৬৬ | ৬.৪৪ |
| ২। | পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কারওয়ান বাজার,ঢাকা। | ১৬০ | ১৯.৫৩ | ১২৪ | ১৮৮ | ৮.৬৫ | ১২৫ | ১৩.১০ |
| ৩। | ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মতিঝিল,ঢাকা | পাওয়া যায়নি | পাওয়া যায়নি | পাওয়া যায়নি | পাওয়া যায়নি | পাওয়া যায়নি | পাওয়া যায়নি | পাওয়া যায়নি |
| ৪। | নিপোর্ট, আজিমপুর,ঢাকা। | ৫৬ | ২.৭৭ | ২৬ | ০১ | ০.০৩ | ৫৫ | ২.৭৪ |
| ৫। | স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ( এইচইডি), মতিঝিল, ঢাকা। | ১৮ | ৮৬.৮১ | ১৮ | --- | --- | ১৮ | ৮৬.৮১ |
| ৬। | নিমিউ, মহাখালী,ঢাকা। | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৭। | টেমো, মহাখালী, ঢাকা। | ০৯ | ০.২৭ | --- | --- | --- | ০৯ | ০.২৭ |
| ৮। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ক) এফএমএইউ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। | --- | --- | ১৫০ | ৭২ | ২১৬.৯৭ | --- | --- |
|  | (খ) হিসাব শাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | --- | --- | ১৬ | --- | --- | --- | --- |
|  | (গ) অডিট অধিশাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। | --- | --- | ৫২৯ | ৪৬ | ১২.৯৯ | --- | --- |
|  | মোট= | ৩৩৪ | ১২০.৩১ | ৯২৮ | ৩৩২ | ২৪৩.১৩ | ২৭৩ | ১০৯.৩৬ |

ব্রডশীট জবাব ও নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির মধ্যে ০১ জুলাই, ২০১৪ এর পূর্বের অডিট আপত্তি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির নিমিত্ত্ব নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:**

* বিশেষ এবং অগ্রিম অনুচ্ছেদভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহের প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ অডিট আপত্তিসমূহ দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৬০১, তারিখ: ১৭/০৬/২০১৫ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা উপপরিচালক, হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক এবং সিভিল সার্জনগণ এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।
* ৩২ (বত্রিশ) জন যুগ্মসচিব/উপসচিবগণের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) এবং যুগ্মসচিব (অডিট) এর নেতৃত্বে অগ্রিম অনুচ্ছেদভূক্ত এবং সিএন্ডএজি কার্যালয়ের রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* ০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) এবং যুগ্মসচিব (অডিট) এর নেতৃত্বে ০৫টি ত্রিপক্ষীয় সভা করা হয়েছে।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* অডিট সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।
* ত্রিপক্ষীয় অডিট কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৬. হাসপাতাল অনুবিভাগঃ

**মন্ত্রণালয়ে ২০০৭ সালের কর্মবন্টনে হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগকে ০৪/০৬/২০১৫ তালিখে প্রশাসনিক প্রয়োজনে হাসপাতাল অনুবিভাগ রুপান্তর করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ** মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে হাসপাতাল অধিশাখা, হাসপাতাল-১ অধিশাখা, হাসপাতাল-২ অধিশাখা, হাসপাতাল-৩ অধিশাখা ও হাসপাতাল-৪ শাখা রয়েছে।

**কর্মপরিধিঃ**

* জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
* হাসপাতাল সেবার মানোন্নয়নে আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি, আইন, বিধি প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
* দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তি ও আপদকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
* হাসপাতাল বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি, Public Private Partnership (PPP) ও স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন, কার্যক্রম মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্বশাসিত/দেশি এবং বিদেশি যৌথ উদ্যোগে (বিদেশি বিনিয়োগে) নির্মিত ও পরিচালিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আগমন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনোস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* মাদকাসক্তি নিরাময় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* মেডিকেল বোর্ড ও পোস্ট মর্টেম বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* হজ্জ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ব ইজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
* স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি নিয়মিত এবং এককালীন অনুদান মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনুরূপ কোন জনগোষ্ঠির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা বাস্তবায়ন;

**হাসপাতাল-০১**

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ উত্তর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঔষধ সামগ্রী ও মেডিকেল টীম প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে ভবন ধ্বসসহ, ডায়রিয়া, ডেংগু, এজমাসহ অন্যান্য বিষয়ে জনগণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় হাসপাতাল-১ অধিশাখা হতে। এছাড়া এই অধিশাখায় বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে হাসপাতাল-১ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করে স্ব স্ব এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় মেয়রগণ কর্তৃক মাইকিং,হ্যান্ডবিল,পথসভা,পোষ্টার ইত্যাদির মাধ্যমে দৃশ্যমান প্রচারণা চালানো হয়েছে। বাড়ির ভেতর, আশ-পাশ ও আঙ্গিনা পরিস্কার রাখা এবং ফুলের টব, হাঁড়ি-পাতিল, গাড়ির পরিত্যক্ত টায়ার, টিনের কৌটা, ভাঙ্গা কলস, ড্রাম, ডাব-নারিকেলের খোসা,এয়ারকন্ডিশনার বা রেফ্রিজারেটরের তলায় যেন পানি জমতে না পারে সে জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। সকল সরকারি টিভি চ্যানেলে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে সতর্কতামূলক বাণী ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়েছে।
* মার্স ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে অধিকতর সচেতন করে তোলা এবং সার্ভিলেন্স টিমসমূহের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ রোগে আক্রান্তদের সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের জরুরী ভিত্তিতে সনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ, কোয়ারেন্টাইন (সঙ্গরোধ) এর পাশাপাশি ল্যাবরেটরী ব্যবস্থা শক্তিশালী করণে এবং অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি মোকাবেলায় দুর্গত এলাকার সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে সতর্কাবস্থায় রাখার নির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
* ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, যন্তপাতি অন্যান্য সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৪৮৬৮,৬৮১৩ ও ৪৯১৬ কোডে যথাক্রমে ১০,৪২,৮২,২০৫/-+৯,৬০,০০,০০০/-+৪,৩২,২৮,৪৭৮/- = সর্বমোট ২৪,৩৫,১০,৬৮৩/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকার মধ্য হতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ৮,৯৯,৫৪,৫৩৫/-+৬,৮৭,৮৫,০০০/-+৩,৮৬,৪৩,৪৩০/- = ১৯,৭৩,৮২,৯৬৫/- টাকা ব্যয় হয়েছে।
* জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্নবাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় ৬,৫৮,৮৫,০০০/-(ছয় কোটি আটান্ন লক্ষ পঁচাশি হাজার) “Comprehensive Stem Cell Lab for Orthopedic Application” সরবরাহ প্রদান, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজস এন্ড ইউরোলজী ও হাসপাতালের হিসাব বিভাগ, বর্হি: বিভাগ ও অন্ত:বিভাগসহ সব বিভাগে পর্যায়ক্রমে অটোমেশন কার্যক্রম চুড়ান্তভাবে চালু করণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে একটি স্বতন্ত্র ইলেক্ট্রো ফিজিওলজী বিভাগ চালু করার বিষয়ে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

**হাসপাতাল-০২**

হাসপাতাল-২ শাখা থেকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া হাসপাতালের স্বায়ত্বশাসন, হাপাতালের অন্ত:বিভাগ, বহির্বিভাগ চালুর অনুমতিদান, ইউজার ফি নির্ধারণ, এমএসআর ক্রয় সংক্রান্ত বাজেট বিভাজনসহ বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও মনিটরিং এবং হাসপাতাল উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনরুপ জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখার কার্যক্রমভুক্ত বিষয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে হাসপাতাল-২ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* ‘‘মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ২০১৫’’ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হলে বিগত ২৯-০৬-২০১৫ তারিখের সভায় উপস্থাপিত হয় এবং নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন সংশোধন প্রণয়ন ও বিধি প্রণয়ন বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ চলমান রয়েছে।
* Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982. বাতিল করে ‘বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন, ২০১৪’ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ‘বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন, ২০১৪’ এর উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনার লক্ষ্যে আইনটির উপর গত ১২-০৫-২০১৫ ইং তারিখে সচিবের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আলোচনা ও পর্যালোচনা মোতাবেক আইনটির খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
* ‘রোগী সুরক্ষা আইন,-২০১৪’ এবং ‘স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা আইন-২০১৪’ দু’টির খসড়া প্রণয়ন করা হয়। আইন দুটির উপর গত ২৫-০২-২০১৫ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়া আইনদু’টি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা করে পুনঃপ্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া আইনদু’টি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
* হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থ্যাপনা ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা সিটির জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ঢাকা সিটির বাইরে অন্যান্য হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন মাননীয় মন্ত্রী/মেয়র/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী বা সংসদ সদস্যকে সভাপতি করে গত ১৩/০৫/২০১৫ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারী হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহতভাবে প্রতিবেদন অনুযায়ী আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
* হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা হাসপাতালসমূহে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/মেয়র/উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণকে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন গত ১২.১০.২০১৫ তারিখে জারি করা হয়েছে।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন,২০১৪ এবং মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আইন,১৯৯৯ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত ও জারি করা হবে।
* মানসিক স্বাস্থ্য আইন,২০১৪ প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং এ আইনটি জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**হাসপাতাল-০৩**

দেশের সকল হাসপাতালের এক্সরে মেশিন, হাই বাল্ব ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ক্রয়, মেরামত ও বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিকিরণ সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি স্থাপন, ব্যবহার, বিনষ্টকরণ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ হাপাতাল অধিশাখার কর্মবন্টনভূক্ত বিষয়। এছাড়া এ অধিশাখার এমএসআর ক্রয় কার্যাদি বাস্তবায়ন, সমন্বয়, মনিটরিং এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনষ্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার আলোকে মনিটরিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এই অধিশাখা থেকে সম্পন্ন করা হয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* দেশের সকল সরকারি ও আধা-সরকারি হাসপাতালে বীর মুাক্তিযোদ্ধা/তাঁদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সেবা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
* বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনিষ্টিক সেন্টারের বিরুদ্দে আনীত অভিযোগরে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
* মেডিকেল বোর্ড ও পোষ্ট মটেম বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয়েছে।
* সরকারি হাসপাতালের পাশ্বে ক্যান্টিন/ফার্মেসী বরাদ্দ/স্থাপন/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম করার বিষয়ে যুগোপযোগী নীতিমালার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
* বিদেশ থেকে আগত ভিআইপি অথিতিদের /বিভিন্ন ভিআইপি অনুষ্ঠানে সেবা প্রদানের নিমিত্তে মেডিকেল টিম গঠনের কার্যক্রম করা হচ্ছে।
* বিশেষ বিশেষ দিবসে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করেণ দেশের সকল সরকারী হাসপাতালসমূহ খোলা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৪৯১৬ কোডে বরাদ্দকৃত নিয়মিত অর্থ হতে-৩,৯৯,৮০০/- টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৮৬৮ কোডে বরাদ্দকৃত (নিয়মিত, অতিরিক্ত ও বকেয়া) ১৯,৭৭,৭০,৭৭৬/২২ টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। উভয় কোডে সর্বমোট-১৯,৮১,৭০,৫৭৬/২২ টাকার ব্যয় মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।
* বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট আইন-২০১৩ চূড়্রান্তকরণের নিমিত্তে নথি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছিল। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আইনটি সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করে। বর্তমানে আইনটি চূড়ান্তকরণের বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে।
* দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে ২(দুই) শিফট চালুকরণের বিষয়ে গত ২০-১০-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে তা বাস্তবায়নের জন্য ৩(তিন)সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কাজ করছে।
* ব্লাড ক্যান্সার ও থ্যালেসেমিয়াজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য গত ০৬/০৫/২০১৫ তারিখে সিএমএইচ হাসপাতালে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুবিধাসহ একটি অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন কেন্দ্র (বিএমটি) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া গত ২৪/০৫/২০১৫ তারিখে জাতীয় অর্থোপেডিক্স ও পুনর্বাসন ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালেAutologous Bone Marrow Derived Stem Cell Tharapyচালু করা হয়েছে। এছাড়া গোপালগঞ্জে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল স্থাপনের পর বর্হি:বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

**হাসপাতাল-০৪**

স্বাস্থ্য বীমা, হজ্জ্ব ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা সেবা ও বিশ্ব এজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশ চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম, অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা নিরুপণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বিতরণ এই অধিশাখার কাজ। এছাড়া স্বাস্থ্য সেবা খাতে বেসরকারি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান মঞ্জুর, অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত উপকরণ সংগ্রহ, বিতরণ এবং মেরামত সঙক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখার আওতাভুক্ত বিষয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* দেশের বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এন.জি.ও)-দের মধ্যে স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৪২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
* ৪৪টি স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনুদান হিসেবে =২১১,৯৭,৫০,০০০/- (দুইশত এগার কোটি সাতানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
* দেশের বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এম.এস.আর খাতে = ২৪,৭০,৫৬,০৬৭.৮৯/- (চব্বিশ কোটি সত্তর লক্ষ ছাপান্ন হাজার সাতষট্টি টাকা উননব্বই পয়সা) টাকা ছাড় করা হয়েছে।
* “ধর্ম মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অত্র শাখা কর্তৃক পবিত্র হজ্জে মেডিকেল টিমে চিকিৎসক, নার্স ও ফর্মাসিষ্ট প্রেরন করা হয়েছে। সকল হজ্জযাত্রীদের মেনিনজাইটিস রোগের প্রতিষেধক টিকা ১০০০০০ ডোজ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা ১০০০০০ ডোজ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব ইজতেমায় আগত মুসল্লিদের স্বাস্থ্য সেবায় ঔষধ পত্রাদি প্রদান করার ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।
* দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের অসুস্থ রোগীদের জরুরিভাবে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর লক্ষে দেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল সমূহে ২০১৪ সালে ৫৩টি এবং ২০১৫ সালে ২১টি এ্যাম্বুলেন্স বিতরণ করা হয়েছে।

**৭. উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগঃ**

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ** মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অনুবিভাগ উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে ক্রয় ও উন্নয়ন অধিশাখা এবং চিশিজ অধিশাখা এছাড়া **এ অনুবিভাগে ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা, নির্মাণ** অধিশাখা, মে**রামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা এবং চিকিৎসা শিক্ষা ১ ও ২ শাখা রয়েছে।**

**কর্মপরিধিঃ**

* স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
* “The Public Procurement Rules 2008” এর আওতায় স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সম্পর্কিত উন্নয়ন খাতের সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
* “The Public Procurement Rules 2008” এর আওতায় বিভিন্ন দরপত্র মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন, গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক/আর্থিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ;
* এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
* রাজস্ব বাজেটের আওতায় এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনার সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
* সারাদেশে এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;
* দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থপুষ্ট পূর্ত প্রকল্পের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সংগে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
* স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে চাহিদা অনুসারে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
* বেসরকারি খাতে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, হেলথ্ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
* চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
* উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পরামর্শক নিয়োগ এবং পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদন;
* বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
* সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আসনসংখ্যা নির্ধারণ;
* বেসরকারি চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/চাকুরি গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান;
* বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত তালিকাভুক্তির কার্যক্রম সমন্বয়;
* বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ এবং চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থা গঠন ও কার্যাবলি তদারকি;
* মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিসহ অন্যান্য বিকল্প ও দেশজ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নবায়ন, আসনসংখ্যা নির্ধারণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম;
* ভেষজ চিকিৎসাসহ বিকল্প চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, বাংলাদেশ ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;

**চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখাঃ**

দেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়ন/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান এই শাখার আওতাভুক্ত বিষয়। সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল / ডেন্টাল কলেজসমূহে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে বাংলাদেশি এবং বিদেশী ছাত্র-ছাত্রিদের ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন, ভিসি, প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব বিশারদ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও সিন্ডিকেটের সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাদিও এই শাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তর সংক্রান্ত আইন ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
* রাজশাহী মেডিকেল কলেজকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তর সংক্রান্ত আইন ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
* গত ২৩/০৩/২০১৫ তারিখে অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান, প্যাথলজি বিভাগ-কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
* ২০১৪-২০১৫ সেশনে বিভিন্ন স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের নিমিত্তে ১১৯৫ জন চিকিৎসককে প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও নিষ্পত্তি Online-এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।

**চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখাঃ**

দেশের চাহিদানুসারে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, বেসরকারি খাতে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন এই শাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

**201৪-201৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

* বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা আইন এর বিষয়ে গত ৩১-০৫-২০১৫খ্রিঃ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিবেচ্য আইনটি অধিকতর পর্যালোচনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
* বিসিএস(স্বাস্থ্য) ক্যাডারের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট পদে নিয়োগের জন্য বিসিএস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর তফসিল এর পার্ট সংশোধনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
* ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি করার জন্য ৬টি সরকারি এবং ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজের যে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয় তার কার্যক্রম শুরু হয় ১০ ই জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে। ১০ই জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে নবপ্রতিষ্ঠিত ৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ৫ টি আর্মি মেডিকেল কলেজে একযোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রমের উদ্ধোধন করা হয়। ২০১৫-১৬ শিক্ষা বর্ষে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং হবিগজ্ঞ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমবিবিএস কোর্স চালুর বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।
* বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতকে উৎসাহিত করার জন্য ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ৪০ আসন বিশিষ্ট বেসরকারি আল-আমিন ডেন্টাল কলেজ, সিলেট এবং ৪২টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট, ১১টি ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজি এর একাডেমিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
* চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রাখার স্বার্থে গত ১৪/১২/২০১৪ তারিখে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত সভায় ভর্তির জন্য নির্ধারিত মানদন্ড নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়া ২০১৪-১৫ সেশনে বিভিন্ন স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১১৯৫ জন চিকিৎসককে প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* এই শাখায় চলমান আইনসমূহ চূড়ান্তপূর্বক জারি করা হবে।
* অনলাইনে শিক্ষাছুটি চালু করা হবে।
* এই শাখার জন্য ইলেক্রট্রনিক গার্ড ফাইল তৈরি করা হবে।

**ক্রয় ও সংগ্রহ শাখাঃ**

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের যাবতীয় ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব এই শাখার কাজ।** ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এইচএনএসডিপি এর আওতাধীন ৩২টি Operational Plan এর ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে। **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান খাতের সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহে** ADPবরাদ্দের আওতায় প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণঃ**

* HPNSDP এর অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ‌Contract Package No. GFP-FS-01/14-এর মাধ্যমে ৫টি সাব-প্যাকেজে (প্রতি সাব-প্যাকেজে ২.৮ মিলিয়ন ভায়ালস) মোট ১৪ মিলিয়ন ভায়ালস ইনজেকটেবলস কন্ট্রাসেপটিভস (Medroxyprogesterone Acetate-MPA) মোট ৫৬,৫৬,৫৮,০১৬.০০ (ছাপ্পান্ন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার ষোল দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার ক্রয় প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫ মে, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ২৩৫ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক)।
* **HPNSDP** এর অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ‌Contract Package No. GFP/FS-03/14 এর অধীন ৫টি সাব-প্যাকেজের মাধ্যমে মোট ৬০ মিলিয়ন চক্র স্বল্পমাত্রার জন্মনিয়ন্ত্রণ খাবার বড়ি সর্বমোট ৫৪,৯৯,৮৬,৩০৪.০০ (চুয়ান্ন কোটি নিরানব্বই লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত চার দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার ক্রয় প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩০৯ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক)।
* রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি) প্রকল্পের জন্য সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইডিসিএল হতে মোট ৪৯,৬৪৫ (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ) হাজার কার্টুন ঔষধ মোট ৭৯,৯৯,৯০,৪৫১.৯০ (উনআশি কোটি নিরানব্বই লক্ষ নব্বই হাজার চারশত একান্ন দশমিক নয় শূন্য) টাকার ক্রয় প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৩৫ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক)।
* HPNSDP এর অধীনে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এর কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নং-SP-9 & 11**:** Comprehensive Care Support and Treatment এর আওতায় ৩টি সাব-প্যাকেজের অধীন মোট ২০টি CSTC/HTC প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে এনজিও সার্ভিস সংগ্রহের লক্ষ্যে (ক) CST-1, (খ) CST-2 এবং (গ) CST-3 এর জন্য সর্বমোট ১৪,২৯,০৩,৩৮৫.০০ (চৌদ্দ কোটি উনত্রিশ লক্ষ তিন হাজার তিনশত পঁচাশি) টাকার ক্রয় প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৬১ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক)।
* ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের Standard List of Equipment প্রণয়নপূর্বক জারি করা হয়েছে।
* গত ২৭/০৫/২০১৫ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি হাসপাতালসমূহে রাজস্ব বাজেটে ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন কেন্দ্রিয়ভাবে ক্রয়, অগ্রিম ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তসমূহের প্রেক্ষিতে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত ১৭/০৬/২০১৫ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।
* স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি হাসপাতালসমূহে রাজস্ব বাজেটে ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন/কেন্দ্রিয়ভাবে ক্রয়, অগ্রিম ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গত ১৭/০৬/২০১৫ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।

**ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ**

* বিডিং ডকুমেন্টন্স এবং বিডিং প্রসেসকে ওয়েব পোর্টাল এর আওতায় আনা সহ। SCMP (Supply Chain Management Product) এর Product Catalogue (Specificationসহ) প্রণয়ন করা হবে।
* স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তরে কর্মরত ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে ক্রয় সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
* স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তরে কর্মরত ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে।
* APR, ২০১২ এর Priority Action Plan এর আওতায় Framework Contract সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হবে।

নির্মাণ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ত কাজসমূহ দু’টি প্রকৌশল সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। ১) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২) গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং) এর মধ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। নির্মাণ অধিশাখায় মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রমাণাদি ও পূর্ত কাজসমূহ নিম্নরূপঃ-

**২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* “Shekh Sayera Khatun Medical College & Hospital and Nursing Institute, Gopalgonj” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৪-০২-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে উক্ত প্রকল্পটি প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ১৭ টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তার মধ্যে Construction of Single Doctor Accommodaton Building (Male & Female), Staff Dormitory Building & Emergency Staff Dormitory Building কাজটির জন্য ১৪,৬৯,৭৫,২৯৪.৮০ টাকার দর প্রস্তাবটি ২৩/০২/২০১৫ খ্রি: তারিখে এবং Construction of Hostel Building (Male & Female) কাজটির জন্য ২৭,৯০,৮২,১৩৬.০০ টাকার দর প্রস্তাবটি ২৮/০৫/২০১৪ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
* বিশ্ব স্বাস্হ্য সংস্হার মানদন্ড অনুসারে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক তৈরী এবং জনগণের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলাধীন জেলা কুষ্টিয়ায় “কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত ৬/০৩/২০১২ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ECNEC) বৈঠকে “কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ডিপিপি’র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর এ প্রকল্পের সকল পূর্ত কাজ সম্পন্ন করবে। প্রাক্কলন অনুযায়ী একটি বেসমেন্টসহ ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা হাসপাতাল ভবনের জন্য ৯২,২৪,৩৬,৭২০.১১ টাকার দর প্রস্তাবটি ২২/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় সভা কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
* দুর্ঘটনা জনিত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান ও এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে NITOR -এ অর্থোপেডিক রোগীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, অর্থোপেডিক বিষয়ে অনেক নতুন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তৈরি হলেও আধুনিক সুবিধাদির বিবেচনা করে ক্রমবর্ধমান অর্থোপেডিক রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে National Institute of Traumatology & Orthopedic Rehabilitation (NITOR) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী ২টি বেজমেন্টসহ ১৪ ভিত তলা বিশিষ্ট ১২ তলার হাসপাতাল ভবন এর নির্মাণ কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ০১/০৬/২০১৫ খ্রি: তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্পটি নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য উক্ত হাসপাতালের বিদ্যমান ওপিডি ভবন এবং ওয়ার্ড ভাংগার অনুমতিসহ নিলামে বিক্রির জন্য গত ১১/০৬/২০১৫ তারিখে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ভাংগার কাজ শেষ হলে নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
* জরুরি ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ উৎপাদন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সাহায্য প্রদানের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রকারী পিল ও ইনজেকশন প্রস্তুত এবং সর্বপোরি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও ঔষধ রপ্তানীর মাধ্যমে বিদেশী অর্থ উপার্যন করার লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ এসেনসিয়াল ড্রাগস কো: লি: এর ৩য় শাখা কারখানা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
* স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৩ জন নির্বাহী প্রকৌশলীকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে, ৬ জন সহকারী প্রকৌশলীকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে এবং ২১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে একাডেমিক ভবন নির্শাণ কাজ গহণ করা হয়েছে।
* ১৩টি জেলা সদর জেনারেল হাসপাতালকে ইতিমধ্যে ১০০ থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হযয়েছে এবং ১৮টি জেনারেল হাসপাতালকে ১০০ থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের কাজ চলছে এবং৩টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ থেকে ২৫০ শয্যায় **উন্নীতকরণের লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।**
* শেরপুর জেলা হাসপাতালে ৫০ থেকে ২৫০ শয্যা **উন্নীতকরনের**  কাজ চলছে।
* ৩২৯টি ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ইতোমধ্যে ৫০ শয্যায় **উন্নীতকরণ করা হয়েছে ও** ২৭টি উপজেলার ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় **উন্নীতকরণের কাজ চলছে এবং** ৫টি ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় **উন্নীতকরণের লক্ষ্যে** টেন্ডার আহবানের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
* কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন মালিগাও ৫০ শয্যা হাসপাতালের নির্মান কার চলছে।
* ৩টি MATS, ৩টি নাসিং কলেজ ও ১টি নাসিং ইনস্টিটিউট এবং ৫টি IHT এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
* মানিকগঞ্জ জেলায় ট্রমা সেন্টার ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ভবন ও চাঁদপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
* ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এর পুরুষ ও মহিলা ছাত্রবাস ভবন নির্মাণ/বর্ধ্বিতকরণ/সৌন্দর্যবর্ধন, পাবনা জেলা নার্সিং কলেজসহ পাবনা নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ, স্যার সলিমুল্রাহ মেডিকেল-এর বালিকা ছাত্রাবাস বর্ধিতকরণ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুরুষ ও মহিলা ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ করা এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং পূর্ত কার্যক্রম চলমান আছে।
* কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে বার্ন ইউনিট ভবন নির্মাণ, মহাখালীতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারী ভবন নির্মাণ, চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজের কার্ডিয়াক সার্জারী ভবন বর্ধিতকরণ এবংবিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে লিফট সরবরাহ, স্থাপন, সংযোজন অনুমোদন করা হয় এবং এসকল নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
* "শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্পটি দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার একমাত্র বিশেষায়িত উন্নততর ও আধুনিক চক্ষু বিষয়ক হাসপাতাল এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক স্থাপত্য কারিগরি ও উন্নত বিশ্বের হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার ধারণা নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে । ভবিষ্যতে এটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম চক্ষু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। উক্ত প্রকল্পের ১০০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল এবং একাডেমিক-কাম-এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ভবন (সিভিল, স্যানিটারী এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজ) নির্মাণ কাজের প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ কাল মে, ২০১০ হতে জুন ২০১২ এর পরিবর্তে মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বদ্ধিত হয়। প্রকল্পের ৬ তলা ভিত্তিসহ ৪ তলা একাডেমিক ভবন, পুরুষ ও মহিলা হোষ্টেল ভবন, প্রফেসর, লেকচারার এবং ৩য় শ্রেণীর কর্মচারি কোয়ার্টার, ইন্টার্নী ডক্টরস ডরমেটরী, নার্সেস ডরমেটরী ভবন নির্মাণ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে রাজস্বখাতের কিছু সংখ্যক চিকিৎসক ও সমূদয় নার্স পদায়ন করা হয়েছে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কিছু জনবলও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে উক্ত চক্ষু হাসপাতালের আউটডোরে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ জন চক্ষু রোগী সেবা পাচ্ছে ।



**মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখাঃ**

স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য স্থাপনা মেরামত, সংস্কার, রক্ষনাবেক্ষণ কাজের প্রকল্প গ্রহণ, বাছাই, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য স্থাপনা সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদনের বিষয়গুলি সম্পাদিত হয় এই অধিশাখায়।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

* 2014-2015 A\_© eQ‡i MYc~Z© Awa`ß‡ii gva¨‡g ev¯Íevqb‡hvM¨ †`‡ki wewfbœ ¯^v¯’¨ ¯’vcbvmg~n †givgZ I iÿYv‡eÿY Kv‡Ri Rb¨ A\_© gš¿Yvjq †\_‡K 55.00 (cÂvbœ) †KvwU UvKv eivÏ cvIqv hvq| GB A\_© mswkøó wewfbœ ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡bi 1096wU †gigvZ I iÿYv‡eÿY Kv‡Ri AbyK~‡j eivÏ Kiv nq| GKBfv‡e 2015-2016 A\_© eQ‡i †`‡ki wewfbœ ¯^v¯’¨ ¯’vcbvmg~n †givgZ I iÿYv‡eÿY Kv‡Ri Rb¨ A\_© gš¿Yvjq †\_‡K 55.00 (cÂvbœ) †KvwU UvKv eivÏ cvIqv hvq| GB A\_© †`‡ki mswkøó wewfbœ ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡bi †givgZ I iÿYv‡eÿY msµvšÍ Kv‡Ri AbyK~‡j eivÏ cÖ`vb Kiv n‡e| D‡jøL¨ †h, nvmcvZvjmn wewfbœ ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡bi †givgZ I ms¯‹vi Kivi j‡ÿ¨ wewfbœ ¯^v¯’¨ cÖwZôvb †\_‡K cÖvß †givgZ I iÿYv‡eÿY Kv‡Ri cÖv°jb gš¿Yvj‡qi hvPvB-evQvB KwgwU‡Z ch©v‡jvPbv K‡i A\_© eiv‡Ïi mycvwik Kiv nq| GB mycvwik cÖYq‡bi j‡ÿ¨ gš¿Yvjq KZ©„K hvPvB-evQv&B KwgwU GKvwaK mfv K‡i| AZtci D³ mfvi mycvwik/wm×všÍ Abymv‡i mvaviYZ 100 kh¨vi D‡aŸ© nvmcvZvjmn †`‡ki wewfbœ ¯^v¯’¨ cÖwZôvb mg~‡n eivÏK…Z A\_© Øviv MYc~Z© Awa`ß‡ii gva¨‡g †givgZ I ms¯‹vi KvR m¤úv`b Kiv nq|
* 2014-2015 A\_© eQ‡i ¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii gva¨‡g ev¯Íevqb‡hvM¨ †`‡ki wewfbœ ¯^v¯’¨ ¯’vcbv mg~n †givgZ I iÿYv‡eÿY Kv‡Ri Rb¨ A\_© gš¿Yvjq †\_‡K 120.00 †KvwU UvKv eivÏ cvIqv hvq| G A\_© Øviv mvaviYZ 100 kh¨vi nvmcvZvj mn †Rjv/ Dc‡Rjv ch©v‡q wewfbœ ¯^v¯’¨ cÖwZôv‡bi mfv mg~‡n cÖwZôvb cÖav‡bi wbKU †\_‡K cÖvšÍ †givgZ I iÿYv‡eÿY Kv‡Ri cÖv°jbmg~n hvPvB-evQvB Kiv nq| AZtci D³ mfvi mycvwik/wm×všÍ Abymv‡i Dc‡Rjv ch©v‡q †`‡ki wewfbœ ¯^v¯’¨ cÖwZôvb mg~n 1858wU KvR ¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii gva¨‡g, ev¯Íevqb Kiv nq| GKBfv‡e 2015-2016 A\_© eQ‡i †`‡ki wewfbœ ¯^v¯’¨ ¯’vcbvmg~n †givgZ I iÿYv‡eÿY Kv‡Ri Rb¨ A\_© gš¿Yvjq †\_‡K 120.00 †KvwU UvKv eivÏ cvIqv hvq| GB A\_© Øviv wewfbœ ¯^v¯’¨ cÖwZôvb mg~‡n †givgZ I iÿYv‡eÿY KvR GKB cÖwµqvi gva¨‡g ev¯Íevqb Kiv n‡e|

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

* ভবিষ্যতে এই অধিশাখার কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনার জন্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে কর্ম সম্পাদনের সময় সীমা নির্ধারণসহ দায়-দায়িত্ব নিরুপণ করে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এই অধিশাখার কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

**৮. পরিকল্পনা অনুবিভাগ :**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন একজন যুগ্মপ্রধান। তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য অধিশাখা, পরিবার কল্যাণ অধিশাখা এবং স্বাস্থ্য-১ থেকে স্বাস্থ্য-৮ শাখা এবং পরিবার কল্যাণের ৮টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৬টি শাখা রয়েছে।

**কর্মপরিধিঃ**

1. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যাবলি;
2. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) পরিকল্পনা (পিআইপি) দলিল সংশোধন ও মনিটরিং, প্রণয়ন ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
3. বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;
4. দীর্ঘ মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
5. মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ;
6. ভবিষ্যৎ প্রকল্প সমূহ/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন;
7. প্রকল্প/কর্মসূচি দলিলাদি অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরন;
8. বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;
9. পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচি/প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদান;
10. প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ;
11. এনইসি এর একনেক সভায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলি;
12. বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে এইচপিএনএসডিপি’র এপিআর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
13. প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ) এর সমন্বয়মূলক কার্যাবলি;
14. প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যাবলি।

**২০১৪-১৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে“ Health Population and Nutrition Sector Development Program(HPNSDP) শীর্ষক ৩য় সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংকের সাথে সম্পাদিত Financial Agreement এর শর্তানুসারে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে Independent Review Team (IRT) এর মাধ্যমে ৩য় সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
* মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে HPNSDP–এর Program Implementation Plan (PIP) সংশোধন করা হয় এবং ECNEC কর্তৃক সংশোধিত PIP অনুমোদিত হয়। সংশোধিত PIP এর উপর ভিত্তি করে HPNSDP এর আওতাধীন ৩২ টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) সংশোধন ও অনুমোদন করা হয়েছে এবং সে আলোকে সকল ওপি’র বিপরীতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে।
* 4th Sector Program Preparation এর লক্ষ্যে High Level Committee (HLC)–র ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 4th Sector Programme Preparation এর Concept Paper (CP) অনুমোদন করা হয়েছে।
* International Lead Consultant কর্তৃক 4th Sector Program এর Strategic Investment Plan (SIP) প্রণয়ণের লক্ষ্যে ৮ টি Strategic Objectivearea চিহ্নিত করাহয়েছে এবং Strategic Objectives সমূহ সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহ বিভিন্ন Stakeholderদের সাথে Shareকরা হয়েছে। এছাড়া Strategic areaভিত্তিক৮ টিStrategic Task Group গঠন করা হয়েছে।
* National Strategy for Obstetric Fistula and Gender Equity Strategy 2014 (2014-2024) অনুমোদন করা হয়েছে।
* Bangladesh National Strategy for Maternal Health and Health Education Strategy and Action Plan চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।
* দেশের ২৩টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল এবং ৮২টি উপজেলা হাসপাতালে জরুরি (২৪/৭) Emergency Obstetric care (EmOC) এবং সকল উপজেলা হাসপাতালে মৌলিক (Basic) EmOC সেবা চালু করা হয়েছে।
* দেশের সকল উপজেলা হাসপাতাল এবং ৫৯টি জেলা হাসপাতালে IMCI সেবা চালু করা হয়েছে।
* অসুস্থ নবজাতকের জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য দেশের ৬৪ জেলা হাসপাতালে Helping Babies Breathe (HBB) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্ধ (কোটি টাকায়) | প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান | প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৫৭ | ৪৫৬২.০৯ | **৩৮৮৩.০৭** | ১০ টি |

**স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট**

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন, এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, বিভিন্ন কার্যক্রমের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের একটি ইউনিটের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ১৯৯৪ সালে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পর এ ইউনিটের কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউনিটকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জন্য ১৪টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, কার্যক্রম মূল্যায়ন, বিভিন্ন Economic analysis ইত্যাদির জন্য ইত:পূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কোন ইউনিট ছিল না। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, কার্যক্রম মূল্যায়ন, বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য ইত:পূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কোন ইউনিট/অনুবিভাগ/অধিশাখা ছিল না। মূলত: নীতি নির্ধারনী ও কৌশলগত বিষয়সমূহের প্রস্তাবনা প্রণয়ন, এ লক্ষ্যে Evidence based দিকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। এ ইউনিটের মুখ্য দায়িত্ব হচ্ছে-প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক একটি কার্যকর ও ব্যয় সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও কৌশলসমূহ প্রস্তাব করা ও এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান নীতি পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা। একজন মহাপরিচালক ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের আওতায় GNSP ইউনিট কাজ করছে। স্বাস্থ্য অর্থণীতি ইউনিটের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য মহা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)রয়েছেন। HEU দুইজন পরিচালক এবং GNSP তে ১টি পরিচালক পদসহ সর্বমোট ১৮ টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে।

**২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

* বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ, জনসাধারণ বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠি কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যয় লাঘব করে তাদের আর্থিক সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে অধিক সম্পদের যোগান নিশ্চিতকরণ। বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নাধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৬)-এ বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ২০৩২ সাল নাগাদ সকলের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কর্তৃক ‘‘Health Care Financing Strategy 2012-2032 (HCFS)’’ প্রণয়ন করা হয়েছে।
* সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রণীত স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন ২০১৫ প্রণয়নের কাজ চলছে। খসড়াটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের সভায় উপস্থাপিত হয়। সভায় আইনটি আরও পরিমার্জন করে উক্ত সচিব কমিটিতে পুন:উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম চলছে। সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খসড়াকৃত আইনটির বাংলা অনুবাদ এবং সম্পুরক বিধি বিধান (খসড়া) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
* সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে প্রথমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পাইলট আকারে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) প্রণয়ন করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার তিনটি উপজেলা যথা: ঘাটাইল, কালিহাতী ও মধুপুর উপজেলায় এই পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। পাইলট কার্যক্রম আগামী ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে শুরূ হবে বলে আশা করা যায়। পাইলট এলাকায় দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী প্রায় ১ লক্ষ পরিবারের সদস্যদেরকে বিনামূল্যে ৫০টি রোগের অন্ত:রোগী (Inpatient) সেবা প্রদান করা হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে SSK Baseline Survey ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। Scheme Operator নিয়োগ করা হয়েছে। SSK Manual প্রণয়নের কাজও চলছে।
* এ ছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষে্য খসড়া ধারণাপত্র প্রস্ত্তত করা হয়েছে এবং প্রাথমিক আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উপরন্তু তৈরী পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক স্বাস্থ্য বিমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষে্য তৈরী পোষাক শিল্প শ্রমিকদের উপর একটি ‌Willingness to Pay Study সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই উক্ত স্টাডি/ জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম করা হবে।
* স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ও বেসরকারি ব্যয় নিরূপন করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে ‘‘National Health Accounts” শীর্ষক গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১০ সনে ‘‘National Health Accounts” এর ৩য় রাউন্ড (১৯৯৭-২০০৭) এবং ২০১৫ সালে করা হয়েছে। ‘‘National Health Accounts” এর ৪র্থ রাউন্ড (১৯৯৭-২০১২) প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে নীতি প্রণয়ন, গবেষণা ও পরিকল্পনার কাজে ‘‘National Health Accounts” এর তথ্যসমূহ ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম।

**মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের চিত্র**

























